ফেরা

ASSOCIATION OF EX-STUDENTS
SHAHEEN KURMITOLA

BAF SHAHEEN COLLEGE
1972 * KURMITOLA * 2022

সুবর্ণজয়ন্তী ২০২২

আপনার হাতেই আপনার ব্যাংক

সহজেই করুন ডিজিটাল ব্যাংকিং

বিশ্বায়নের যুগে প্রতিদিনের ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরো সহজ ও ঝামেলামুক্ত করেছে আমাদের বিশ্বমানের ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা। অ্যাকাউন্ট খোলা, ভিজুয়াল কল সেন্টার সেবা, ফান্ড ট্রান্সফার, ইউটিলিটি, টিউশন কিংবা কেনাকাটার পেমেন্ট এবং মোবাইল রিচার্জসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যাংকিং এখন যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গা থেকে করে ফেলা যাচ্ছে মুহূর্তেই।

ব্যাংকিং করুন ডিজিটালি, সিটি ব্যাংকের সঙ্গে।

citytouch DIGITAL BANKING | এখনই একাউন্ট | citypay | SMART IVR 16234

city bank — making sense of money

ASSOCIATION OF EX-STUDENTS
SHAHEEN KURMITOLA

BAF SHAHEEN COLLEGE
1972 ★ KURMITOLA ★ 2022

ASSOCIATION OF EX-STUDENTS

SHAHEEN KURMITOLA

অধ্যক্ষের বাণী

বাংলাদেশের অন্যতম একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা। আগামী ৬ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. এ কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন AESSK বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে 'ফেরা' প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এ কলেজকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে যে সকল প্রাক্তনেরা এ বিশাল আয়োজন করছেন সকলকে ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৭২ সালে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা প্রতিষ্ঠার পর থেকে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী ও গুণী শিক্ষকের পদচারণা ঘটেছিল শাহীন অঙ্গনে। স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রম করে অদম্যগতিতে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের মতই আজ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গৌরবময় এ প্রতিষ্ঠানটি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে হয়ে উঠেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার অনন্য আঁতুর ঘর। শাহীন আদর্শে সুশৃঙ্খলভাবে বেড়ে ওঠা প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমে ঋদ্ধ হয়ে সমাজ ও দেশকে বিনির্মাণে পেশাগত ক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন তা আমাদের পুলকিত করে। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ মোকাবেলা করে আমাদের মনে যখন চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজমান; এমন সময়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সুবর্ণজয়ন্তী ও পুনর্মিলনীর আয়োজন পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মেলবন্ধনকে আরো সমুন্নত করবে বলে আমি আশা রাখছি।

AESSK শাহীন পরিবারের সকলের মাঝে উৎসবের আমেজ ও হৃদয়ের সেতুবন্ধন তৈরি করবে। তাই, সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান এবং এর মুখপত্র 'ফেরা' প্রকাশের সাথে যুক্ত সকলকে আবারো কৃতজ্ঞতা জানাই এবং AESSK আয়োজিত সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

মীর মাহমুদ হোসেন, জিইউপি, পিএসসি, জিডি(পি)
অধ্যক্ষ
বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

উপাধ্যক্ষের বাণী

১৯৭২ সালে থেকে আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলছে সময়ের হাত ধরে। স্বাধীন বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের মাহেন্দ্রক্ষণ অতিক্রমণের মতোই শাহীন কলেজ কুর্মিটোলাও পার করলো অর্ধশত বছর।

কালের কণ্ঠে সফলতার জয়গান বাজতে বাজতে ফিরে আসে পুরোনো অনেক স্মৃতি। অতীতের শাহীনেরা ভুলেনি এই মায়াভরা ভালোবাসার বিদ্যাপীঠকে। সাবেক শাহীন শিক্ষার্থীর প্রাণের সংগঠন **AESSK** আবার এই অঙ্গনে একত্রিত হচ্ছে ভালোবাসার অমোঘ টানে; গানে-কবিতায়-স্মৃতিচারণে আবার সোনালি দিনগুলো ফিরে পাওয়ার প্রত্যয়ে। এমন মহামিলনের স্মারকরূপ মুখপত্র 'ফেরা' প্রকাশের কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত অনুভব করছি। বিশ্বকবির 'এবার ফিরাও মোরে'র মতোই সবাই একত্রিত হবে এক অনাবিল আনন্দের ও উৎসবের স্নিগ্ধ আবেশে, নতুন উচ্ছ্বাসে আবার সবাইকে কাছে পাওয়ার এই আনন্দ সীমাহীন।

২০০৮ সাল থেকেই কুর্মিটোলার অঙ্গনকে নানা বর্ণিল আয়োজনের মাধ্যমে কলেজের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করেছে। তারই ধারাবিহিকতায় শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার পঞ্চাশ বছর পূর্তি ও পুনর্মিলনী উদ্‌যাপন হচ্ছে। এই আনন্দ-আয়োজনের মাধ্যমে কুর্মিটোলা শাহীনের পুরাতন নতুনদের মেলবন্ধনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। এ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত 'ফেরা' শাহীন-বন্ধুদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো জোরদার করবে। পাশাপাশি, তাদের লেখা ও নানা কর্মকাণ্ডের ছবি দেখে সবাই অপার আনন্দ পাবে।

'ফেরা'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফল হোক।

নূরে আলম ফেরদাউস
উপাধ্যক্ষ
বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

সম্পাদকীয়

বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা কেবল ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, বহুজনের বহুদিনের হৃদয়মথিত আবেগ আর ভালবাসার নাম। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে এখানে জমে আছে কত স্মৃতি, কত সবুজ প্রাণের আনন্দের কথাবার্তা। শাহীন কুর্মিটোলার ৫০ বছর পুর্তিকে স্মৃতিময় করে রাখতে প্রাক্তন শাহীনদের প্রাণের সংগঠন AESSK ডাক দিয়েছে মিলন মেলায় অংশ নিতে। পুণর্মিলনের সে আহ্বানে শত ব্যস্ততা ভুলে, দেশে-বিদেশে অবস্থানরত প্রাক্তন শাহীনেরা যেভাবে সাড়া দিয়েছে তা এ প্রতিষ্ঠানে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। শাহীনেরা তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়, সামাজিক অবস্থান, পদমর্যাদা - সব কিছু ভুলে বাল্যকালের সহপাঠিদের সাহচর্যে ফিরে যাবে দূর অতীতে, খুঁজে ফিরবে প্রিয় শিক্ষক, প্রিয় প্রাঙ্গনের রেখে যাওয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়; সেই প্রত্যাশা করি।

পুনর্মিলনকে আনন্দময় করে তুলতে AESSK কার্যকরী পরিষদ যে শ্রম, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করেছে তা সকলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরন রাখবে। শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা কর্তৃপক্ষ কলেজ প্রশাসন অনুষ্ঠান আয়োজনে যেভাবে সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে তা অশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরনীকায় যারা মূল্যবান লেখা, দুষ্প্রাপ্য ছবি, মূল্যবান বাণী প্রদান করে স্মরনীকাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নাড়ির টানে, শিকড়ের সন্ধানে, ভালবাসার তাড়নায় প্রিয় প্রতিষ্ঠানের পবিত্র আঙ্গিনায় কিছুটা সময় রেখে গিয়ে, বুকের এ্যালবামে নতুন কিছু ছবি নিয়ে ফিরে যেতে ছুটে আসা প্রাক্তন শাহীনদের প্রতি রইল অভিনন্দন ও শুভে কামনা। AESSK চিরজীবী হোক। শাহীন কুর্মিটোলা আলো ছড়াবে প্রানে প্রানে।

কল্যান প্রত্যাশী
আবু হোসেন মন্ডল

এসোসিয়েশন অব এক্স স্টুডেন্টস অব শাহীন কুর্মিটোলা
AESSK কার্যকরী পরিষদ (২০২১-২০২৩)

নওশাদ নাফিজ লিপু
সভাপতি

মোঃ রেজাউল হক হিরু
সহ-সভাপতি

মোঃ শাহাদাত হোসেন
সহ-সভাপতি

মশিউর রহমান
সহ-সভাপতি

আমিনুর রশিদ সাজু
সহ-সভাপতি

মির্জা আবুল বাছেদ
সাধারণ সম্পাদক

সাইফুল আজম খান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

মোঃ সোহেল রানা খান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

মোঃ বোন-ই-আমিন তাকি
সাংগঠনিক সম্পাদক

জাফরুল হাসান শিপলু
অর্থ সম্পাদক

তাসলিমা আকতার
সহকারী অর্থ সম্পাদক

মোঃ রাহাতুল করিম
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

মোহাম্মদ মকদুম আলি খান
দপ্তর সম্পাদক

মোহাম্মদ আবুল হোসেন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
শিক্ষা ও ক্রীড়া সম্পাদক

সানজিদা আফরোজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মোঃ মেহেদি হাসান
সদস্য

শেহরাজ সিরাজী
সদস্য

মনিরুল ইসলাম শাওন
সদস্য

কাজী সালমান বিন আব্দুল্লাহ
সদস্য

নাজমুস সাকিব
সদস্য

কৃতজ্ঞতায়

নওশাদ নাফিজ লিপু
সভাপতি, **AESSK**

মশিউর রহমান
সহ-সভাপতি, **AESSK**

আমিনুর রশিদ সাজু
সহ-সভাপতি, **AESSK**

মোঃ সোহেল রানা খান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, **AESSK**

মোঃ বোন-ই-আমিন তাকি
সাংগঠনিক সম্পাদক, **AESSK**

জাফরুল হাসান শিপলু
অর্থ সম্পাদক, **AESSK**

মোঃ রাহাতুল করিম
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, **AESSK**

মোহাম্মদ আবুল হোসেন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক, **AESSK**

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
শিক্ষা ও ক্রীড়া সম্পাদক, **AESSK**

মোঃ মেহেদি হাসান
সদস্য, **AESSK**

শেহরাজ সিরাজী
সদস্য, **AESSK**

মনিরুল ইসলাম শাওন
সদস্য, **AESSK**

নাজমুস সাকিব
সদস্য, **AESSK**

শাহানাজ বেগম
ব্যাচ এসএসসি-১৯৮৭

রেজোয়ান উদ্দিন আহমেদ
ব্যাচ এসএসসি-১৯৮৭

জাহেদ আলী জুয়েল
ব্যাচ এসএসসি-১৯৮৮

চৌধুরী গোলাম নূররুজ্জামান নুর
ব্যাচ এসএসসি-১৯৯৮

চৌধুরী গোলাম নুর-এ-সানি
ব্যাচ এসএসসি-২০০০

শরীফ আর রাফি জন
ব্যাচ এসএসসি-১৯৯২

মোঃ জাফরুল খান আবির
ব্যাচ এসএসসি-২০১০

মোঃ জাকারিয়া (সবুজ)
ব্যাচ-১৯৯০

মোঃ বেলায়েত লতিফ
ব্যাচ এসএসসি-১৯৮৭

AESSK বৃত্তি ২০২৩

Shakira Marzia
Class- VI, Roll-304

Nafisa Islam
Class-VI, Roll-107

Tasnimul Hasan
Class-VII, Roll-101

Md. Shariar Taseen
Class-VII, Roll-201

Mazneen Maimuna
Class-VIII, Roll-201

Ulfa Manar
Class-VIII, Roll-501

Sanjid Mahmud
Class-IX, Roll-201

Sohana Mehzabin
Class-IX, Roll-515

Shahraiar Hossain
Class-X, Roll-317

Farhan Jahin Anik
Class-X, Roll-201

স্কুল ইতিহাস

বাংলাদেশ এয়ারফোর্স ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারি ঢাকার কুর্মিটোলায় বাংলা মাধ্যম স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করে। স্কুলের প্রথম নামকরণ করা হয় বি.এ.এফ স্কুল। শুরুতে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হয়। তখন বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন এয়ারভাইস মার্শাল এ.কে. খন্দকার, বীর উত্তম। কুর্মিটোলা ক্যাম্পের এম.আই. রুমের দক্ষিণপাশে চারটি টিনশেড বিল্ডিংয়ে স্কুলটি চালু করা হয়। স্কুলটি প্রথম ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু হলেও ১৯৭৪ সালে প্রথম এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৭২ সালে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন এয়ারফোর্সের একজন অফিসার। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব নুর মোহাম্মদ। তখন শিক্ষক ছিলেন হোসনে আরা, দিল আফরোজ, মাহফুজা জাহান, বিলকিস ও রাহেলা ম্যাডাম এবং টি. আলী, মশিউর রহমান দাদু, গফুর হুজুর, মাজহারুল হক স্যাররা। ১৯৭২-৭৪ পর্যন্ত স্কুলে কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। শিক্ষার্থীরা সিভিল ড্রেসে ক্লাস করত।

৭৫ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এসেছিলেন বি.এ.এফ. কোয়ার্টার কুর্মিটোলায়। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে তৎকালীন এয়ারফোর্স স্কুলের বেশকিছু শিক্ষার্থী নজরুলের লেখা গান গেয়ে ও কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে এস.এস.সি. পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলে এই প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষার একটি শক্ত ভিত তৈরী হয়।

১৯৭৭ সাথে স্কুলটি বর্তমান মূল ভবনটিতে স্থানান্তরিত হয়। তখন ভবনটি ছিল দোতলা। ১৯৭৭ সালে অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনায় সেনাবাহিনীর গাড়ীর চাপায় ৫জন শিক্ষার্থী আহত হয় এবং ৭৭-য়ে সংঘঠিত সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে ক্যাম্পের সমস্ত গেট বন্ধ করে দেওয়ার কারণে এয়ারম্যান ব্যারাকে স্কুলটি স্থানান্তর করা হয়। তখন ১৯৭৭ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন খন্দকার আবু হান্নান স্যার।

১৯৭৮ সালে স্কুলটিতে নতুন অনেক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে নুর -ই আলম, হানিফ খন্দকার, আমিনা খন্দকার, আঃ মজিদ, নুর জাহান স্যার ও ম্যাডামরা যোগদান করেন।

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠানে একটি আর্থিক অনিয়মের ঘটনার ফলে প্রতিষ্ঠানের তহবিল শুণ্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ সরাসরি হস্তক্ষেপ করে পুনরায় অফিসের কর্মচারী, শিক্ষকমন্ডলী, আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্তনে নেয়। এমনকি প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ করা হয় বি এ এফ শাহীন স্কুল কুর্মিটোলা। প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদবী হয় অধ্যক্ষ।

৮১ সালে নতুন অধ্যক্ষ নিয়োগ পান শামসুল হুদা সাহেব এবং তখন স্কুল থেকে ৫জন শিক্ষক টি. আলী স্যার, হান্নান স্যার, মাজহারুল হক স্যার, গফুর হুজুর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যায়। তাঁরা বের হয়ে গিয়ে মানিকদিতে "আদর্শ বিদ্যা নিকেতন" স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ছয় মাস পরে যখন নিজামউদ্দীন আহমেদ স্যার অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেলেন, তখন উনারা ৫জন আবার স্কুলে যোগদান করেন।

নিজামউদ্দিন আহমেদ স্যার ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ। তাঁর যোগ্য পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি স্কাউট, গার্লস গাইড, বি.এন.সি.সি., বিজ্ঞানমেলা, আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বাদকদল ইত্যাদি সংযোজন ও চালু করলে সহপাঠ্য কার্যক্রমের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল অগ্রযাত্রায় নতুন এক গতি সঞ্চারিত হয়।

১৯৮২ সালে স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় বি এ এফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ। পরে ১৯৮৫ সালে বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা নামেই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতে থাকে।

অর্ধ শতাব্দী আগে তিনটি পুরনো টিনশেড ভবনে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করেছিল, কালের বিবর্তনে তা আজ নান্দনিক রূপ ধারণ করেছে। শিক্ষার মান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্যে অন্যতম সেরা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার।

AESSK এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যম ও তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় "এসোসিয়েশন অব এক্স-স্টুডেন্ট অব শাহীন কুর্মিটোলা" যা AESSK নামে পরিচিত। আগস্ট ২০০৮ সালে বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার ২০০৪ ব্যাচের ফাহিম, নাহিদ, মুজাহিদ বাবু, নাইম, আলফি, রাহাত, জয়, সানা, অভি, ২০০৩ ব্যাচের আদনান ও তমাল এবং রমীম (ব্যাচঃ-৯৯) সহ আরো ২/১ জন বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রিইউনিয়ন করার উদ্যোগ নেয়। তারা তাদের কাজের সুবিধার্থে সিনিয়রদের সংযুক্ত করে। সিনিয়রদের মধ্যে শাহ আলম, ইনাম, বেলাল (ব্যাচঃ-৮৩), আবিদ (ব্যাচঃ-৮৪), হাবিব (ব্যাচঃ-৭৮), অপু (ব্যাচঃ-৮৫) প্রমুখের আন্তরিক চেষ্টায় প্রথম রিইউনিয়ন অনুষ্ঠিত হয়। এরা প্রথমে বনানীতে এবং পরে কুড়িল, বালুঘাট, মানিকদি, কাফরুল, উত্তরা গিয়ে এক্স শাহীনদের একত্রিত করার জন্য মিটিং করে। প্রাক্তন শাহীনদের নিয়ে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজনকে সামনে রেখে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের এই সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। শুরুতে একট আহবায়ক কমিটি নিয়ে এই সংগঠনটি শুরু করে তার পথ চলা। পরবর্তী সময়ে ২০০৯ সালে ২৭ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। AESSK তার কার্যকরী কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় এই সংগঠন পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৮ সালে AESSK সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন পায়।

২০০৯ সালের ডিসেম্বরে AESSK তার প্রথম বর্নাঢ্য পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সফলতার সাথে আয়োজন করে। তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল শাহ মোঃ জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক- শিক্ষিকা, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, তাদের পরিবার, আমন্ত্রিত অতিথি সহ প্রায় ১২০০ জন অংশ গ্রহন করে। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান সাজানো ছিল শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মাননা প্রদান, স্মৃতিচারন, নাচ, গান ও ব্যান্ড শো এর মাধ্যমে।

২০১২ সালে AESSK এর ২য় পুনর্মিলনী এবং বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার ৪০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল মোঃ এনামুল বারী। দিনব্যাপী নানা আয়োজন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সাজানো ছিল। অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০০ ছাত্র, শিক্ষক, তাদের পরিবার ও আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

২০১৭ সালে AESSK এর ৩য় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৩০০ ছাত্র, শিক্ষক, তাদের পরিবার ও আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

AESSK তার এই ১৪ বছর পথ চলায় তিনটি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ছাড়াও আয়োজন করেছে একাধিক বনভোজন ও আনন্দ ভ্রমনের। পাশাপাশি প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট ও বাস্কেটবল প্রতিযগিতা আয়োজন করে। এ সংগঠন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় AESSK শীতার্থ জনপদে শীত বস্ত্র বিতরণ ও বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রান সামগ্রী বিতরন করেছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরন, যাতায়াতের জন্য স্কুল ভ্যান এবং দরিদ্র শিক্ষাত্রীদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। ছাত্র-ছাত্রীদের মান বিকাশে AESSK আয়োজন করেছে সৃজনশীল লেখা ও চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতা।

AESSK এর উপস্থিতি ছিল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উদযাপনেও। সামাজিক বনায়নের অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ অভিযান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রভাত ফেরী ও শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অংশগ্রহন করে।

AESSK গঠনের উদ্দেশ্য গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রাক্তন শাহীনদের কল্যানে তাদের যে কোন ধরনের বিপদে পাশে দাঁড়ানো। উদ্দেশ্যে AESSK এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষককে প্রদান করেছে চিকিৎসা সহায়তা।

সংগঠনকে আরো গতিশীল এবং সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য ২০১৯ সালের আগস্টে ১ম AESSK এর সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। গত ২০২২ সালের মার্চে AESSK এর ২য় কার্যকরী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। AESSK বর্তমান কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে।

সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে কার্যক্রম

www.propertydevelopmentltd.com

PDL
THE NAME MOST TRUSTED

WHATEVER YOU BUILD
WE PROVIDE SOLUTION

Our Business:

Concrete Block

Ready Mix Concrete

Asphalt Plant

Road Construction

Water Supply Line Construction

Deep Tube Well Construction

Building Construction

Rail Line

Lighting

Drainage & Sewage Line Construction

An Enterprise of

PRAN PRAN-RFL GROUP RFL
Since 1981

08007777777

এ.জে.আর পার্সেল এন্ড কুরিয়ার সার্ভিস লিঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ হোল্ডিং # ২০০, সেন্ট্রাল রোড, নিউ ডিওএইচএস মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
ফোনঃ ০২-৯৮৩৫২০১, ০২-৯৮৩৫৩৫৪

এ.জে.আর পার্সেল দিচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত ও নিরাপদ সার্ভিস

এ.জে.আর পার্সেল এন্ড কুরিয়ার সার্ভিস লিঃ একটি জনসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। সমগ্র বাংলাদেশে ১২১ টি নিজস্ব শাখা অফিস, কাভার্ড ভ্যান ও একঝাক দক্ষকর্মী নিয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশের প্রত্যন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যত্ন সহকারে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে গণ মানুষসহ দেশী/বিদেশী ব্যবসায়ী মহল ও কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য গ্রাহকদের দৌড়গোড়ায় পৌছাঁতে সক্ষম হয়েছি, তাই দেশীয় ভোক্তা তথা জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছি বলে আমাদের বিশ্বাস, ট্রান্সপোর্ট সেবায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সব সময় আপনার পাশে আছে **এ.জে. আর পার্সেল এন্ড কুরিয়ার সার্ভিস লিঃ**

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস

জরুরী পার্সেল মালামাল পরিবহন
সবচেয়ে দ্রুত ও নিরাপদ সার্ভিস

- সকল প্রকার পার্সেল বুকিং
- সু-দক্ষ কর্মী দ্বারা গ্রাহক সেবা।
- সকল ব্যবসায়ীক পণ্যের কন্ডিশন বুকিং।
- অনলাইনে ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে গাড়ি সার্বক্ষণিক মনিটরিং।
- জীবনরক্ষাকারী মূল্যবান ঔষধের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা।
- মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ সহ সকল ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের জন্য রয়েছে বিশেষ সার্ভিস।
- সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মূল্যবান মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

হটলাইন ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮১০/০১৭৩৩-৩৮৪৮০৫

যেকোন প্রয়োজনে ঃ

পার্সেল ইনচার্জ	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮৮৩		
সেন্ট্রাল শর্টিং সেন্টার (হাজারীবাগ)	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮০৯		
নাইট অপারেশন	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮০৪	০১৭৩৩-৩৮৫০৮৭	০১৯৫৮-৫৮৭১১১
ডে অপারেশন	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮৫২	০১৭৩৩-৩৮৪৮১৫	০১৭৩৩-৩৮৪৯৭০
কালেকশন বিভাগ	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮০১	০১৭৩৩-৩৮৫০০৫	০১৭৩৩-৩৮৪৮৭৩
লজিস্টিক বিভাগ	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৯৯৯	০১৭৩৩-৩৮৪৯০০	০১৭৩৩-৩৮৪৯১৬
মার্কেটিং বিভাগ	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮২০	০১৭৩৩-৩৮৪৮৮৪	
হিসাব বিভাগ	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮৯৪	০১৭৩৩-৩৮৪৮৯৫	০১৭৩৩-৩৮৪৮৭৬
কন্ডিশন বিভাগ	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮২১	০১৭৩৩-৩৮৪৮২২	০১৭৩৩-৩৮৫১১২
হেড অফিস	ঃ ০১৭৩৩-৩৮৪৮৮০	০১৭৩৩-৩৮৪৮৮৭	০১৭৩৩-৩৮৪৮৯২

ajrtransport123@yahoo.com | E-mail: ajrgroup123@gmail.com | ajrgroupbd.com | ajrparcelofficial

যে কথা ভোলা যায় না

নুরুন নাহার খান উর্মি, গ্রন্থাগারিক (অব.)

কিছু একটা লিখতে যাবো, স্মৃতি ভেসে উঠে মনের করিডোরে। হাজারটা স্মৃতি বিজড়িত এই কলেজ প্রাঙ্গনে ৩৭ বৎসরের কর্মজীবনে কত শত স্মৃতি, বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে, কতক মনে আছে টক-ঝাল-মিষ্টি-তেতো হয়ে। তার কিছু এখানে তুলে ধরলাম।

১৯৮২ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রথম কলেজ শাখা খোলার পর কলেজের লাইব্রেরী ছিল নামমাত্র কয়েকটা বই নিয়ে, তা-ও উম্মুক্ত তাকে। উম্মে আসমা জোহরা আপা ছিলেন লাইব্রেরীয়ান। উনি পরে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে পদায়ন পেলে সেখানে লাইব্রেরীয়ানের শূন্যপদ তৈরী হয়।

তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন নিজাম উদ্দীন আহমেদ স্যার উনার সহযোগিতাপূর্ণ স্নেহের ছত্রচ্ছায়ায় লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধির জন্য সে বছরের জুলাইতে কিছু নতুন বই কেনা হলো। আমি অধ্যক্ষ স্যারকে লাইব্রেরী কার্ডের চাহিদা জানাতে উনি ১০ হাজার কার্ডের ব্যবস্থা করে দিলেন। যা পরবর্তীতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল।

শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী সবারই আনাগোনা বৃদ্ধি পেল। সে সময়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী লাইব্রেরীতে পড়াশুনার পাশাপাশি জাতীয় বির্তক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের প্রস্তুতিও নিত এই লাইব্রেরীর বই পড়ে, [তখন তো নেট দুনিয়া এতটা প্রসারিত ছিল না]। ১৯৮৬ সালের ৭ জুলাই শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা যখন ব্যারাক ভবন থেকে তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর হয়, তখন লাইব্রেরীর অবস্থান হয় দোতলার পূর্বদিকের বিরাট হল রুমে। ছোট্ট পরিসর থেকে হঠাৎ এত বড় হল রুমে এসে দায়িত্ব তখন কয়েকগুন বৃদ্ধি পায়, নতুন আলমারী ও বই কেনা হয়। টেবিল চেয়ারে সমৃদ্ধ লাইব্রেরী তখন পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে।

লাইব্রেরীর গুরুদায়িত্ব পালনে কখনো অসফল হয়নি। তবে, কিছু কিছু ঘটনা মনকে এখনও আলোড়িত করে। ১৯৮৮/৮৯ সালের দিকে লাইব্রেরীতে একবার পার্টিশান দিয়ে রুম বানিয়ে সেখানে বিএনসিসির রাইফেল আর বুট জুতা, ড্রেস রাখা ছিল, দক্ষিণ পাশে ছিল ৮ম ডায়মন্ড শাখার ক্লাস। টিফিন পিরিয়ডে একদিন হটাৎ আবুল হোসেন নামে এক ছাত্র লাইব্রেরীর দরজায় ঝুলে ঝুলে দোল খাচ্ছিল, অবস্থা বেগতিক দেখে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছেলেটার গালে চড় মারি, অথচ, ছেলেটা বরাবর খুব শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের ছিল। কেন যে ছেলেটা সেদিন বরাবর এতটা অবাধ্য কাজ করছিলো। এখনও আমি মনে মনে ছেলেটাকে অনেক খুজি, খুব অনুতাপ হয়, আর একবার লাইব্রেরীতে বসে পড়তে পড়তে ৩/৪ জন ছাত্র ৪টা বই নিয়ে চলে গেল, আমি ওদের আর খুঁজে পাই না।

পরদিন লাইব্রেরী খুলে দেখি অন্যপাশের দরজা দিয়ে ঢুকে লাইব্রেরীর আলমারীর উপর দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বইগুলো ফেরৎ দিয়েছে। গত ৩/৪ বছর আগে সেই ছেলেগুলো আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল আর ক্ষমা চেয়ে গেছে। আমি একা একা হেসেছি ওদের কৈশোর পেরুনো ছেলেমানুষীর কথা মনে করে। আর ত্রকবার ৬ষ্ঠ শ্রেনীর কয়েকজন ছাত্র লাইব্রেরী কার্ড দিয়ে বই নিয়ে আর ফেরৎ দেয় না। শেষ ক্লাসের দিন ক্লাস পার্টির পরে রুমের ডেস্কের নিচে পাওয়া পত্রিকা দিয়ে মোড়ানো ৬টা বই পিয়ন আমাকে দিয়ে যায় বলে, ম্যাডাম, মনে হয় লাইব্রেরীর বই। মোড়ক খুলে দেখি ঠিক তাই! এবং কাগজের ভিতরে সাইন পেন দিয়ে লেখা 'সরি, ম্যাডাম, মাফ করে দিয়েন'।

২০১৬ সাল থেকে লাইব্রেরীর নানা রকম পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। নতুন কলেজ ভবন তৈরি হলো। আবার লাইব্রেরীকে কলেজ ভবনে স্থানান্তর করা হলো ২০১৯ সালের নভেম্বর। কত কিছু মনে পড়ে, বার্ষিক বনভোজন, বৈশাখী মেলা, বিজ্ঞানমেলা, বসন্ত উৎসবে হলুদে হলুদে ছেয়ে যেত পুরো কলেজ প্রাঙ্গন, ছাত্র-শিক্ষক সবার মনে একই আনন্দ উম্মদনা। কলেজ মাঠে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় মনে হতো, আজ কলেজে ঈদ উৎসব। চারিদিকে সাজ সাজ রব, সবার পোশাকেই থাকত সাজসজ্জার নতুনত্ব। কী এক অভিনব সোনালি অতীত পেরিয়ে এসেছি! ধীরে ধীরে সবটাতেই কেমন যেন অকিশিয়াল গন্ধ, আনন্দ-উৎসব, একসাথে খাওয়া-দাওয়া, উঠাবসা কেমন যেন ম্রিয়মাত্র হয়ে গেল সম্পর্কগুলো, এখন এই অখন্ত অবসরে এসব ভাবতে ভাবতে অতীত ঘুরে আসি, সবশেষ, সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি।

মনের বারান্দায় কত যে স্মৃতির মেলা

ইকবাল হোসেন (রতন), ব্যাচ- ১৯৮৫ [১৯৭০-৮১খৃ.]

মনের বারান্দায় কত যে স্মৃতির মেলা;
বুকের ভিতর হাহাকার, তবু আনন্দ করে খেলা।

সময়টা সম্ভবত ১৯৮০ সনের ঈদুল ফিতর। ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র। সেই বছর বা তার আগের বছর তিন হরিণের ছবি দেয়া নতুন এক-টাকার-নোট বাজারে এসেছে। ঈদী হিসাবে ঐ কড়-কড়ে নতুন এক টাকাই ছিল কলনীর কিশোর-কিশোরী'র আরাধ্য। ঈদের নামাজের শেষে দশ'টা -এগারোটার মধ্যেই ঈদী-গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যেতো। ৩৫ ও ৩৮ বিল্ডিংটা ছিল মুখোমুখী। ৩৫/১৫'র পূর্ব-পাশে প্রায় সব কিশোর মিলেছে এক কঠিন সমালোচনা সভায়। সবাই খুবই উত্তেজিত ও মারাত্মক সিরিয়াস।

বিষয়: কোন খালাম্মা ভাল ও কোন খালাম্মা কিপ্টে।
সবচেয়ে ভাল খালাম্মা তিনিই যিনি দুইটা নতুন এক টাকা ঈদী দিল;
দ্বিতীয় সেই খালাম্মা যে নতুন এক টাকা দিল;
তৃতীয় স্থানে আছে যিনি পুরান এক টাকা নোট দিল;
আর চতুর্থ নম্বরের খালাম্মা হচ্ছে যিনি কোন টাকা ঈদী না দিয়ে কেবল সেমাই খাওয়ার জন্য সাদাসাধি করেছে। অবশ্য এইরকম হুবহু সভা'টা না হলেও সেই কিশোর-সভার ভাব-কথা কিন্তু এমনই ছিল। তবে সব মিলে কারোরই বিশ-বাইশ টাকার কমে ঈদী সংগ্রহ হয়নি। এখন এগুলো এস্তেমালের পালা।

বেগম-বাজারে দোকানী'রা বসেছে যত রাজ্যের খেলনা-পাতি নিয়ে। চশমা-ঘড়ি-বাঁশী-পিস্তল-জাহাজ-বেলুন-হাড়ি-পাতিল-মুখোশ... তবে আমার কাছে সবচে মজার খেলনা ছিল বাঁশের চিকন ফ্রেমে আটকানো বাঁদরের পুতুল। বাঁশের ফ্রেমে হালকা চাপ দিলেই ফ্রেমে আটকানো বাঁদর তিড়িং-বিড়িং করে লাফিয়ে উঠত। পরবর্তীতে একেই বোধহয় সম্ভাং করে বলতাম - মাইনকার চিপা।

সেই ঈদের রঙ-চঙ্গে ভরে ওঠা বেগম বাজারে কোন এক কোনায় বসে যেতো ছোট্ট বেলার gambling...
এই জুয়া দুইভাবে হোতঃ

এক. বাজারের কোন এক কোনায় পানি-ভর্তী বালতির তলায় ছোট্ট কাপ ডোবানো থাকতো; চারআনা-আটানা'র মুদ্রা যদি কেউ জলের মধ্য দিয়ে সেই কাপে প্রবেশ করাতে পারতো তো ডাবল ফেরত আর না পারলে গচ্ছা।
দুই. চরকি; নানা ধরনের খেলনা নানা ঘরে থাকতো আটানা/একটাকা দিয়ে খেলা; যে যেই ঘরে টাকা রাখতো, কাঁটা সেই ঘরে আটকালে সেগুলো তার। বাকিরা খালি হাত।

ঈদী'তে সকলের পকেট গরম। কিন্তু সিক্সে পড়ি। একটা সিনিয়র সিনিয়র ভাব। ছোট্টদের মত ঐ চশমা-ঘড়ি-বাঁশি কেনা কি আমাদের মানায়! তাই বেগম বাজারকে এড়িয়ে আমাদের ছোট্ট আপাত সিনিয়র-গ্রুপ মিন্টু-ভাই, মাসুদ, ফজলু, জুয়েল, হেলাল ও আমি... [৪০ বছর আগে দু'একজন বাদ বা যোগ হতে পারে] মোটামুটি ৬/৭ জনের দল পিএসআই কেন্টিনের দিকে এগোচ্ছি।

পথে দেখা হল এক বছরের সিনিয়র মেহেদী'র [ভাই] সাথে। পাকনা the great..!
আমাদের অনেক নিষিদ্ধ বা fantasy-জ্ঞানের মহা যোগান-দাতা ।

তার প্রস্তাব চল আজ হলে গিয়ে সিনেমা দেখি....
সকলেরই উত্তেজিত চেহারা! কারন কেহই এর আগে হলে গিয়ে সিনেমা দেখিনি। কিন্তু কিভাবে দেখব!

কেউ যদি দেখে ফেলে?

Planner মেহেদী ক্যান্টিনের উত্তর পাশে ঘাসের জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাদের বাতলে দিচ্ছে কিভাবে তা হবে। ফিসফিসিয়ে কথা-বার্তা, মনে হচ্ছে পুরো ঘাঁটি আমাদের কথা শোনার জন্য রাডার ফিট করেছে।

সিনেমার বিষয়টা একটু ভেঙ্গে না বললে বর্তমান প্রজন্ম'র তোমরা অনুভবে আনতে পারবে না। এখন আমার মেয়ে কত সহজে আমাকে বলে - বাপী, যমুনা-সিনেপ্লেক্সে "গহীনের গান" আসছে, আমি দেখব।
সেই সে সময় কত যে নিষিদ্ধ বিষয় ছিল এই হলে সিনেমা দেখা। যদি ধরা কেউ খায় তো মার-মার, কাট-কাট অবস্থা। জাম বা পেয়ারার ডাল, বা পিঠে দুদ্দাড় সমানে মাইর। একদম অবধারিত।

সন্তান বখে যাওয়ার প্রথম ও প্রধান সংকেত'ই হচ্ছে, সে বিড়ি-সিগারেট ধরায় ও হলে গিয়ে সিনেমা দেখে। গুডি-গুডি ভাল ছেলেরা কখনো এই কাজ করা তো দূরের কথা, ভাবতেও পারতো না। তাছাড়া সিনেমা দেখাটা'ও ছিল সেই সময়ের যুব ও উঠতি বয়সের ছেলেদের এক আনন্দময় দুর্দান্ত fantasy। বছরে দুই ঈদ ছাড়া টিভি'তে কোন সিনেমা দেখানো হোত না। পরে মাসে একটা, তারো পরে সপ্তাহে। ঐ সময়ে টিভি'ও ছিল খুব'ই বিরল ও দামী সামগ্রী। তিন-চার বিল্ডিং মিলে হয়ত কারো বাসায় ২০" সাদা-কালো স্ক্রিন।

আর ছিল এয়ারম্যান/সার্জেন্ট মেস ও বাফওয়াতে। সেইসব স্থানেও বেজায় ভীড়, বয়স্করা চেয়ারে, বাচ্চালোগ মেঝে'তে লেপ্টে মেরে বসে।

মালা-শাড়ী আর পেপ্স-ফ্লুরাইডের এড [একমাত্র ভিডিও এড]; বাকিগুলো ছিল অডিও, স্কিনে কোন একটা মেসেজ সেঁটে থাকতো, পিছনে গান বা voice...

যাক, সে গল্প আরেকদিন বলা যাবে।

তখন কলনী'তে আমরা দুই-তিন বছরের সিনিয়রকেও নাম ধরে ও তুই করে বলতাম। হাহাহা, কত অসভ্য ছিলাম...! মেহেদী আমাদের ষড়যন্ত্র স্টাইলে ফিসফিসিয়ে বলছে, কিভাবে আমরা গ্যারিশন হলে গিয়ে সিনেমা দেখব। দলে ৬/৭জন; সবাই ফাইভ-সেভেন'র ছাত্র। সে কি উত্তেজনা... অনেকটা গার্ল-ফ্রেন্ড'র সাথে প্রথম ডেট'র মত। আমরা যেন ফেটে পড়ছিলাম।

মহেদীর নেতৃত্বে আমরা বাসে করে পিএসআই-মার্কেট থেকে পোস্ট-অফিসে গিয়ে নামলাম। বর্তমানে রাস্তার পূর্ব পাশে বড় সিএসডি'র দক্ষিন পাশেই ছিল সিনেমা হল। যে জায়গা'টাতে এখন সিএসডি ও ট্রাস্ট-ব্যাংক'র বিল্ডিং সেটা ছিল ফাঁকা জায়গা। পাতাবাহার ও ফুলগাছ লাগানো ছিল।

আমরা নেমেই যে যার টাকা দিয়ে কোকা-কোলা খেলাম। চার টাকা করে ২৫০ মিলি'র কাঁচের বোতল। ফানটা'ও ছিল চার টাকা, সেভেন-আপ [২১০মিলি] ছিল সাড়ে তিন টাকা। আমরা সাধারণত বড়রা খাওয়াতে চাইলে ফানটা খেতাম; কারন কোকা- কোলায় একটা ঝাঁঝ ছিল যা নাক টিপে খেতে হোত।
এই কোল্ড-ড্রিংক্স বা ইগলু আইসক্রিম ছিল খুব লোভনীয় ও দামী খাবার [এখনকার পোলাপান অবাক হচ্ছে] ঈদী'তে গরম সকলের পকেট।

আজ আর সমস্যা কী!

মেহেদী আমাদের থেকে চার টাকা করে নিয়ে টিকিট কিনতে গেল। আমরা কেউ সামনে যাব না, যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে? সেই সময়ে কিশোর-কিশোরী'দের চেনা-অচেনা সকল বড়রাই ছিল অলিখিত অভিভাবক। চেনা নাই, জানা নাই... যে কোন বয়সে-বড় মানুষ'ই কিশোর-কিশোরীদের'কে শাসন করতে পারতো বা ধমকাতে পারতো।
কেউ কিচ্ছু মনে করতো না। বরং এটাকে সবাই একটা ইতিবাচক সামাজিক দায়িত্ব মনে করতো।

তাই আমরা কেউ সামনে যাচ্ছিলাম না।
মেহেদী আমাদের তখনকার সাহসী হিরো।

কিছুক্ষণ পর মেহেদী প্রত্যেকের জন্য টিকিট নিয়ে আসল। আমরা পরম ধনের মত সেগুলো আগলে রাখলাম। সময় হলে হলে ঢুকবো। আর মনে হচ্ছিল রাস্তা দিয়ে যেই যাচ্ছে সেই হয়ত জিজ্ঞেস করে বসবে - এই তোমরা এখানে কি করছো। সিনেমার নাম - বিন্দুর ছেলে।

যাহোক, সময় যেন যাচ্ছিল না। হঠাৎ মেহেদী বলল - এই আজকে তো টিভি'তে এমনিই সিনেমা দেখাবে। চল - আমরা এই টি কেট'গুলো বিক্রি করে দেই।

"বিক্রি করে দিবোওওও..." আমরা চেচিয়ে বললাম। কিন্তু আমাদের এগুলো কিনবে কে?
তখন আবার ফিশফিশিয়ে মেহেদীর পরামর্শ। সে খবর নিয়েছে, টিকিট নাই। এগুলো বেশী দামে বিক্রি করা যাবে। মেহেদী নরমাল, আমরা শুধু অবাক হয়ে সব গিলছি।

সেগুলো নিয়ে সে হাওয়া। আমরা দাঁত-মুখ খিঁচে কেবল অপেক্ষা করছি। অনেকক্ষন পর সে বিজয়ীর বেশে ফিরে এলো এবং আমাদের সবার হাতে ছয় টাকা করে ধরিয়ে দিল।
দুই টাকা লাভ...!!

আমরা আনন্দে যেন ভাসছি। আর উত্তেজনায় আজো জিজ্ঞেস করা হয়নি - মেহেদী আসলে কত টাকায় টিকিট'গুলো বিক্রি করেছিল?
বাঙ্গালী'র সন্দেহপ্রবণ মন...!

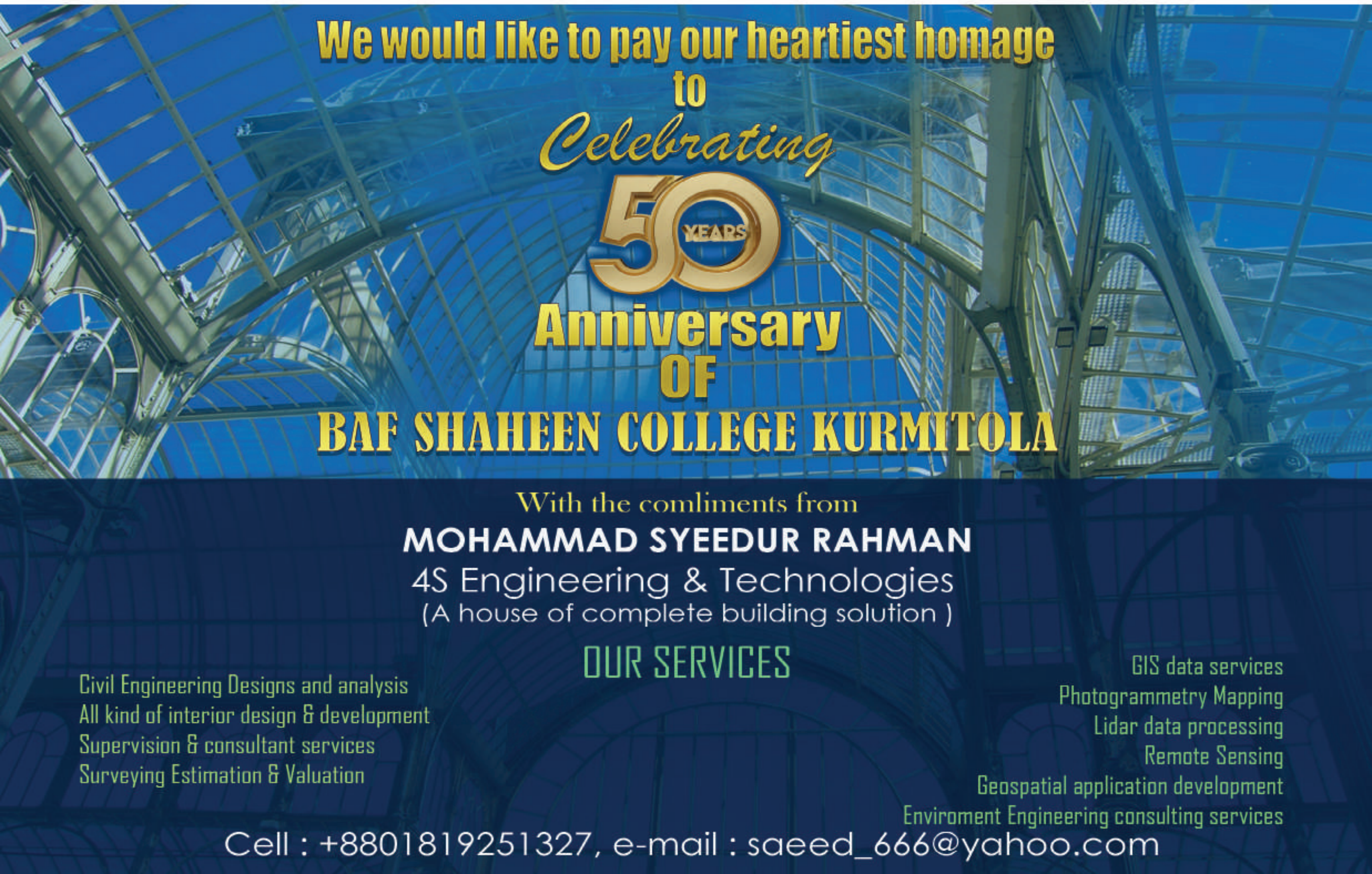

শৈশব, কৈশোরের স্মৃতিময় স্কুল ও আমার শিক্ষা

মোঃ সারোয়ার হোসেন ভূইয়া, ব্যাচঃ- এসএসসি ১৯৮৫

আমাদের যখন হাফপ্যান্ট পড়ার বয়স, তখন (১৯৭৬ সালে) কুর্মিটোলা ক্যাম্পে আসি। অবশ্য স্বাধীনতার আগেও এ ক্যাম্পে থাকতাম। এ ক্যাম্পেই আমার ও আমার ছোটভাইয়ের জন্ম। তখন ২৫ নাম্বার (বাবা, মার কাছে শোনা) বিল্ডিং এ থাকতাম ।

প্রতিটি মানুষই তার শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিগুলোকে খুব ভালোবাসে। আর যেই জায়গাটিতে বা যে স্কুলে সে তার শৈশব কৈশোর কাটিয়েছে, সেই স্থান/স্কুলকে কিছুতেই ভুলতে পারে না । যখনই মানুষ কোন পড়ন্ত বিকেলে কিংবা একাকী থাকে- তখন সেই স্মৃতিগুলোকে রোমন্থন করে মনে বড়ই আনন্দ পায়। ফিরে যেতে চায়, সেই দিনগুলোতে। দিনগুলোতে ফিরে যেতে না পারলেও জায়গাগুলোতে বা স্কুলে তো ফিরে যাওয়া যায় ।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭৬ সালে যখন আমরা কুর্মিটোলা ক্যাম্পে আসি, তখন বাবা আমাদের ক্যাম্পের ভিতরেই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত একটি স্কুলে ভর্তি করায় ২য় শ্রেনীতে। স্কুলটি তখন এমইএস এর একটি বিল্ডিং এ পরিচালিত হতো ।

পরবর্তীতে স্কুলটি স্থানান্তর হয় বর্তমানে যেখানে স্কুল ভবনটি আছে, সেখানে। স্কুলটি তখন খুব ভালো লাগতো। স্কুলের ভিতরের মাঠে সকালের এসেম্বলি হতো। ঐ সময় স্কুলটির নামের সাথে “শাহীন” কথাটি যুক্ত ছিলো না । স্কুলের নাম ছিলো Bangladesh Air Force School.

পরবর্তীতে আবার স্কুলটি স্থানান্তর হয় ক্যাম্পের ভিতরে একটি এয়ারম্যান ব্যারাকে। আর বর্তমানে যেখানে স্কুলটি আছে, সেটি বিমান বাহিনীর রেকর্ড রুমে রুপান্তরিত হয়। বাবর অবসরে যাবার পূর্ব পর্যন্ত আমি ক্যান্টিনের পাশে সেই ব্যারাকে স্থাপিত স্কুলেই পড়েছি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত।

একটি মজার বিষয় হলো, আমি যেমন একই স্কুল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পড়েছি, তেমনি একই স্কুলের নামও তিন রকমের দেখেছি ।

প্রথমে নাম ছিলো-
“বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স স্কুল, কুর্মিটোলা, পরে
“বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন স্কুল কুর্মিটোলা” এবং সবশেষে
“বি এ এফ শাহীন স্কুল কুর্মিটোলা” হয়। বর্তমানে এ নামেই স্কুলটি চলছে।

শাহীন স্কুল কুর্মিটোলায় পড়াকালীন একটি বিষয় সেই কৈশোরেই মাথায় ঢুকে গিয়েছিলো। সেটি হলো-‘পজিটিভ চিন্তা ও কথার দ্বারা যে পজিটভ রেজাল্ট হয়'। তার প্রমান আমি নিজেই । স্কুলে ক্লাস সেভেনে থাকতে ভূগোল পড়াতেন একজন স্যার। তিনি প্রায় প্রতিদিনই আমাকে পড়া ধরতেন। পড়া না পারলে, হালকা মাইরও দিতেন আর আদর করে বলতেন, “তোর ব্রেন তো খুব ভালো! তুই একটু ভালোভাবে পড়লেতো ভাল রেজাল্ট করতে পারবি?......”

স্যারের ঐ সময়ের কথা কিভাবে যেনো ব্রেনে গেঁথে গেলো। ৭ম শ্রেনীতে রোল ছিলো ৫৬, ৮ম শ্রেনীতে হলো ২৮ এবং ৯ম শ্রেনীতে ১১ হয়ে গেলো। এরই ধারাবাহিকতায় এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স, মাস্টার্স সবখানেই ভালো রেজাল্ট আসলো । তাই, এখনো আমি আমার সন্তান, আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতদের বুঝাতে চেষ্টা করি, সব কিছুতেই পজিটিভ চিন্তা ও চেতনার দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করতে।

হেপাটো বিলিয়ারি পেনক্রিয়াটিক সার্জারি সেন্টার
সেন্টার অফ এক্সিলেন্স
কাঙ্খিত সেবার ঠিকানা
১৩ বছর
যাবত হেপাটোবিলিয়ারি পেনক্রিয়াটিক সার্জারি'র সাফল্যে উৎকর্ষতার শীর্ষে
ডা. হাসিম রাব্বি
এফসিপিএস (সার্জারি), এমআরসিএস (এডিন)
এফআরসিএস (গ্লাসগো), এফএসিএস (ইউএসএ)
অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী
এমবিবিএস, এফসিপিএস (সার্জারি),
এফআরসিএস (এডিন), এফএসিএস
ডা. এইচ এ নাজমুল হাকিম শাহীন
এমবিবিএস (ডিএমসি),
এফসিপিএস (সার্জারি),এফএসিএস (ইউএসএ)
সার্জারি বিশেষজ্ঞের
প্রয়োজনে আস্থা রাখুন
বিআরবি হাসপাতালে
সকল প্রকার লিভার (Liver), পিত্তথলী (Gallbladder),
পিত্তনালী (Biliary), অগ্নাশয় (Pancreas) ক্যান্সার,
পাথর, ইনফেকশনসহ বিভিন্ন জটিল রোগের
চিকিৎসা ও সার্জারি।
৭৭ পান্থপথ, ঢাকা
কেয়ার লাইন ১০৬৪৭
বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড
BRB HOSPITALS LIMITED

শাস্তি ও মাস্তির গল্প জাবড় কাটা

শরীফ আর রাফি (জন), ব্যাচঃ- এসএসসি ১৯৯২

শাস্তি আর মাস্তির মধ্যে শুধু একটা অক্ষরের পার্থক্য, কিন্তু দুটোর অনুভুতি আর প্রভাবে পার্থক্য বিশাল। আর এখন স্কুলের বন্ধুদের সাথে আড্ডায় যখন শাস্তির ঘটনাগুলো রোমন্থন করি, তখন শাস্তি আর মাস্তির মধ্যে কোন পার্থক্য পাই না! তবে সেই শাস্তির ঘটনা গুলো মনে হলে আজও মন মেঘ মেদুর হয়, সেটা অভিমানে বা ক্ষোভে নয়, যে অনিন্দ্য সুন্দর সময়টা হারিয়েছি, তার রোমন্থনের আবেগে!

স্কুলে পাওয়া শাস্তির কথা আসলেই সুরাইয়া ম্যাডামের কথা আসবেই, আমারও গুনে গুনে সাতটা চড় খাবার অভিজ্ঞতা আছে ম্যাডামের হাতে, কিন্তু আজ সেই ঘটনা গুলো বলবো না। বলবো অন্য কিছু ঘটনা ।

ঘটনা একঃ
ক্লাশ ফাইভ, গোলাপের একটা ঘটনা। এর আগ পর্যন্ত আমার লাইনে চলা ট্র্যাক রেকর্ডের বিপরীতে ব্যতয় ঘটানো একটি ঘটনা।

আমাদের ক্লাশ টিচার তখন এংরী ইয়াংম্যান রেজাউল মাওলা ওরফে রাজু স্যার। আমার ডান হাতের তর্জনীতে একটা অপরেশন হওয়ায় প্রায় দেড় সপ্তাহ স্কুলে যেতে পারিনি। যেদিন যাবো বলে ঠিক হলো, সেদিন ছুটির দরখাস্ত লিখে আব্বার কাছ থেকে স্বাক্ষর নেয়ার কথা মনে নেই। যখন মনে হলো, তখন আব্বা অফিসে, আর আম্মা গিয়েছেন কুর্মিটোলার ক্যাম্পের হাসপাতালে (এমআই রুম বলতাম) ডাক্তার দেখাতে। ভাবলাম আব্বার সিগনেচার নিজেই দিয়ে দেই, কি আর এমন হবে, আমি তো স্কুল পালাই নি, অপারেশন করায় বাসায় ছিলাম। তো যেই ভাবা সেই কাজ। দরখাস্তের বাম দিকে লাইনে “বক্তব্য সত্য” লিখে, দেখে দেখে আব্বার সাইন দিয়ে ফেললাম। ক্লাশ ফাইভের আনাড়ি ব্রেইনে, আনাড়ি হাতে কোন অনুশীলন ছাড়াই স্বাক্ষর নকল করলে কত ভালো হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ফলাফল হলো ভয়াবহ, যার বিন্দুমাত্র ধারনাও আমার ছিলো না ।

প্রথম পিরিয়ডে স্যারের কাছে দরখাস্ত দেয়ার কিছুক্ষন পর ডাকলেন, একহাতে দরখাস্ত, আরেক হাতে সানগ্লাসের হ্যান্ডেল ধরে ঘুরাচ্ছেন, আর বললেন, “তুই সাইন নকল করছিস?” আমি স্বীকার করলাম, “জ্বী স্যার, আব্বা অফিসে চইল্যা গেছিলেন, তাই আমিই করছি!” আমি সরল স্বীকারোক্তিতে ভবি ভুললো না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, “মা'ও ছিলো না?” সত্যই বললাম যে আম্মা হাসপাতালে গেছেন। স্যার যা বুঝার বুঝলেন, বললেন, “ও! কেউ ছিলো না? মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাস না!” একি সাথে শুরু হয়ে গেছে শাস্তি, পেটের চামড়া টান দিচ্ছেন, হাতের দু আংগুলের মধ্যে কলম বা পেন্সিল ঢুকিয়ে মোচড় দিচ্ছেন, এরপর দুইগালে চটাস চটাস / ফ করে চড়, তার আগে হাতের ঘড়ি খুলে রেখেছেন। আর বলছেন, “এখনই সাইন নকল করা শিখছিস, বড় হলে কি করবি? তোর নামে লাল চিঠি পাঠামু বাসায়”। আমার তখন ধরণী দ্বিধা হও অবস্থা। এর মধ্যে স্যার জিজ্ঞেস করলেন আমার বাসার কাছে কেউ থাকে কিনা? শুনেই দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলো সহপাঠিনী ও কলোনীতে বিপরীত। ফ দিকের বিল্ডিং এ থাকা “পান্না”! স্যার বললেন, “আমি তোর কাছে চিঠি দিব, তুই ওর বাসায় দিয়ে দিবি, নাইলে ঐটাও সাইন নকল করে পাঠাবে”! ঘটনার ফল এত দূর গড়াবে সেটা আমার চিন্তাতেও ছিলো না। তাই স্যার যখন সিটে ফিরতে বললেন তখন মাথায় কিছু কাজ করছিলো না, নিজের বেঞ্চ ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলাম, তখন বন্ধু পিচ্চি মাসুদ (পরে যশোর শাহিনে চলে গিয়েছিলো) দয়াপরবশ হয়ে ডাক দেয়ায় সম্বিত ফিরে পেয়েছিলাম। যাই হোক, স্যার হয়তো পরে বুঝেছিলেন, এই নকল সেই নকল না। তবে এই শাস্তির প্রভাব এতই গভীর ছিলো যে বিশ্ববিদ্যালয় লাইফে প্র্যাক্টিকেল খাতা সাইন করার ক্ষেত্রে গ্রুপের সবাই যখন এক ম্যাডামের সাইন নকল করেছিলো, আমি সাইন না করা অবস্থাতেই দিয়েছিলাম, ভাইভায় আমি শেষ ব্যক্তি হওয়ায় সেটা খেয়াল করার সময় বহিঃস্থ পরীক্ষকের হয় নি, তাই সমস্যাও হয়নি। এটা এখনও ছাত্রদের বলি, সাইন নকল করার চেয়ে খালি খাতা জমা দিও, জিজ্ঞেস করলে সত্যিটাই বলে দিও।

ঘটনা দুইঃ

এটা ক্লাস সিক্স, জেম এর ঘটনা। আবাহনী- মোহামেডানের ফুটবল খেলার ক্রেজ তখন আকাশচুম্বি। ঘটনাটা ঘটার দিনে বিকেলে ছিলো আবাহনী- মোহামেডানের প্লে অফ ম্যাচ। আর্মি স্টেডিয়াম এ হবে, দর্শকশুন্য অবস্থায় । কারন নিয়মিত ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে খেলতে নেমে ড্র করা ম্যাচকে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারনী প্রক্রিয়াতে না টেনে মোহামেডানের ক্যাপ্টেন রনজিত ও আবাহনীর ক্যাপ্টেন ইউসুফ নিজেদের যৌথ চ্যাম্পিয়ান ঘোষনা করেছিলেন। বাফুফে এটা না মেনে প্লে অফ ম্যাচ দিয়েছিলো। সেদিন আমরা সবাই টিভিতে ম্যাচ দেখার জন্য উদগ্রীব, কিন্তু স্কুল থেকে টিফিন পিরিয়ডের পর ছুটি দেয়ার কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু, সেদিন সন্ধ্যায় নাইট কোচে আমরা যাবো বগুড়া। বাড়ি যাবার জেনুইন কারন থাকা স্বত্বেও শুধু খেলা থাকার কারনে ছুটি চেয়ে পেলাম না।

ক্লাস টা ছিলো বরিশাইল্ল্যা হাওলাদার স্যারের। স্যার ভুগোল- ইতিহাস পড়াতেন, আর কাউকে শাস্তি দিতে হলে বাম হাত দিয়ে মাথা নিচে নামিয়ে ডান হাত দিয়ে পিঠে দিতেন একটা মুক্কা! একটা খেলে মনে হতো জান বেরিয়ে যাবে। যদিও স্যার বলতেন, এইভাবে মারতে তার ভালো লাগে না, কারন তার আর আমাদের দুই পক্ষেরই ক্যালরী নষ্ট হয়। বিশাল ভুড়ি ওয়ালা একজন মানুষ ক্যালরী নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন।

বরাবরের মতই ক্লাসের দরজার সাইডের সামনের বেঞ্চে বসেছিলাম। তখন ২য় বেঞ্চে কারো সাথে কথা বলেছি, যথা সম্ভব বন্ধু বাশারের সাথে। স্যার দেখলেন, খেপলেন, তবে হাত ব্যবহার না করে টিচার ডেস্কে থাকা বেত নিয়েই সাইড থেকে শপাং করে চালালেন, ফলাফল বেতটা আমার পিঠে না লেখে ঠোটে লাগলো, অমনি ঠোট কেটে দর দর করে রক্ত বের হওয়া শুরু করলো। এটা দেখে স্যার খুব ভয় পেয়ে গেলেন। এমনিতেই লম্বা- চওড়া- হাক- ডাক দেয়া লোকজন রক্ত দেখে ভয় পায় বেশী, স্যারও মনে হয় এর ব্যতিক্রম নন। স্যার ভয় পেয়ে বল্লেন, “যা বাথরুমে গিয়ে ধুয়ে আস!” সাথে সাথে বন্ধু ইমরান দাঁড়িয়ে গেলো, “আমি ওকে বাথরুমে নিয়ে যাই স্যার?” স্যার অনুমতি দিতেই আমরা বাথরুমে গেলাম ঠোট ধুতে! ঠোটের কাটা এত মারাত্নক ছিলো না। কিন্তু আমাদের ইরাদা ছিলো মারাত্নক। ইরাদা ছিলো এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে স্কুল ছুটি নিব, ইমরানও আমাকে বাসায় পৌঁছে দেয়ার জন্য যাবে। ইমরান আগে থেকেই সেয়ানা!

ক্লাসে এসে ইমরান স্যারকে বললো, “স্যার, ওর খুব খারাপ লাগতেছে, ও বাসায় চইলা যাইতে চায়!” স্যার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কি? বাসায় যাবি? খারাপ লাগে?” আমি মুখটা যথাসম্ভব করুন করে বল্লাম, “জ্বি স্যার, খুব খারাপ লাগতেছে, জ্বর জ্বর লাগতেছে, বাসায় গেলে ভালো হয়!” স্যারও ভয়ে ছিলেন,

বল্লেন, “ঠিক আছে যা!” সাথে সাথে ইমরান বললো, “স্যার আমিও যাই স্যার, ওরে বাসায় পৌঁছায় দেই?” স্যার ভয়ে সেই অনুমতিও দিলেন। সেই দিন সেই দুই বালক বাকীদের ঈর্ষান্বিত করে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে রওনা দিল বাসায়, স্যারের সাইন করা দরখাস্ত গেটে দেখিয়ে। ইমরানের বাসা আমার আগেই ছিলো, সে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে নিজের বাসায় চলে গিয়েছিলো। বাসায় চার ভাই-বোনের মধ্যে একমাত্র আমিই স্কুল থেকে আগে ছুটি নিতে পেরেছিলাম, যদিও আব্বার কাছে এই ঠোঁট কেঁটে ফুলে যাওয়ার কারন হিসেবে একটা সায়েন্টিফিক্যালী বিশ্বাসযোগ্য গল্প ফেদেছিলাম, সেটা আর না বলি।

স্কুলে ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সময়কালে ঘটেছে আরও অসংখ্য স্মরণীয় ঘটনা, যেসব এখনও জাবর কাটায় স্বর্গীয় আনন্দ পাই, এই অল্প পরিসরে এতটুকুই বললাম, বাকী গুলো তুলে রাখলাম ভবিষ্যতের জন্য।

স্বপ্ন ছোঁয়া দিন

সুলতানা জামান শিপা, ব্যাচঃ- এসএসসি ১৯৯২

শীতকাল আমার বড্ড বেশি প্রিয়। শীতের নরম রোদ আমাকে বার বার পেছনে টেনে নিয়ে যায়।আমি হারিয়ে যাই আমার সেই স্বপ্ন ছুঁয়ে আসা অতীতকে......

শীতের কোন এক সকালে আব্বুর হাত ধরে প্রবেশ করেছিলাম আমার প্রিয় বিদ্যালয়ে। মনে পড়ে সেইদিনটির কথা - সেদিন ভোর চারটায় ঘুম থেকে জেগে বসেছিলাম, কখন স্কুলড্রেস পরবো -কখন স্কুলে যাব! ১৯৮৩ সাল। কুয়াশা ভেদ করে পৌছালাম আমার ক্লাসে। ৩য় পাইন শাখা। আমরা তিন ভাইবোন একই ক্লাসে ভর্তি হলাম। হাসিনা আপা ছিলেন আমাদের ক্লাসটিচার। তিনি একটু অবাকই হলেন! আপা এত সুন্দর করে অংক বোঝাতেন মনে হতো অংকের মতো সহজ সাবজেক্ট আর হয়ই না। আমাদের স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষকই অবশ্য সেরকম ছিলেন। একটা বিদ্যালয় সুন্দর সুশৃঙ্খল হওয়ার পেছনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এখনো তাঁদের দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়।

শীত যখন আসি আসি করে তখনই আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়। আর পরীক্ষা শেষ মানে বিশাল আনন্দ। নাওয়া খাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। শান্তি আর শান্তি।

নীল সাদা ড্রেসের সাথে নেভিব্লু সোয়েটার পরে বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট আনতে যেতাম স্কুলে। সব বিষয়ে পাশ করবো তো, রোল কত হবে, বান্ধবী (?) আমি এক সেকশনে পরবো তো - এরকম হাজারো প্রশ্ন নিয়ে ক্লাসে বসতাম। নতুন ক্লাসের বইগুলো যখন হাতে পেতাম বাংলা বইয়ের গল্পগুলো প্রথমে বেছেবেছে আগে পড়ে ফেলতাম।

নতুন ক্লাস শুরুর আগে আমাদের এসেম্বলি হতো। আমি আর আমার বোন জাতীয় সংগীতে অংশ নিতাম। দু একটা পিরিয়ড হওয়ার পরে শুরু হতো প্যারেড, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। আমি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতাম কিন্তু কোনদিন কোনো প্রাইজ পাইনি। তবে নৃত্যে বেশ কয়েকবার পুরষ্কার পেয়েছি। একবার আমরা তিন ভাইবোন পুরষ্কার নিয়েছিলাম একই স্টেজে। সৌদী কলোনী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রোগ্রামটি। আমার বোন গানে / আমি নাচে/আর ভাই মেধাতালিকায়। সেদিন আমার আব্বুর হাসিমুখটা আজো আমার চোখে ভাসে।

শীতকালটা ছোটবেলায় যতোটা না উপভোগ্য মনে হতো-তার চেয়ে এখন বেশি অনুভব করি- মনটা গেয়ে উঠে-পৌষের কাছাকাছি রোদমাখা সেইদিন ফিরে আর আসবে কি কখনও.... জানি কখনও আসবে না।--তবুও কল্পনার রাজ্যে স্মৃতিরা হানাদেয় বার বার.....

We would like to pay our heartiest homage
to

CELEBRATES
50
YEARS
Anniversary
OF
BAFSK

With the comliments from
MD. RUSSEL

We would like to pay our heartiest homage to

Celebrating On the Occasion of

50th Anniversary
OF
BAFSK

With the comliments from
Munna Haque & Sukhi Rahman
USA

শহীদ মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান

মাহাদি হাসান পিয়াল , ব্যাচ এসএসসি-১৯৯৯

এ নামটি জানে না এমন কোন বাংলাদেশী আছে কিনা আমার জানা নেই। আমি হলফ করে বলতে পারি নামটি আমাদের দেশের সীমনা পেরিয়ে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌছে গেছে । যে মানুষটি এক সময় আমাদের দেশের সীমনা রক্ষার জন্য অকুতভয়ে সেবা করে গেছে বাংলাদেশ আর্মি কে ।

হ্যা আমি সেই মেজর সিনহার কথা বলছি গৌবের সাথে । কারণ সে আমার বাল্য বন্ধু ছিল। শুধু আমি না আমার সকল সহপাঠি সহ আদনানের পরিবার তথা সমগ্র বাংলাদেশ যখন তাকে স্মরণ করে গৌরবের সাথেই স্মরণ করে। আমি ওকে আদনান বলেই ডাকব অনেক সময় আদু ও বলতে পারি মাঝেসাজে। আদু আমাদের বন্ধুদের আদরের ডাক। আদর করে ওকে আমরা আদু বলে ডাকতাম।

লেখাটা শুরু করার কিছুক্ষণ আগে আমাদের স্কুলের আরেক বন্ধু শফিকুল ইসলাম আমাকে ফোন করে জানাল আমাদের স্কুলের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আদনানের উপর একটা লেখা দিতে হবে । আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। কারণ ওর গুনগান গাইবার এর চাইতে ভাল সুযোগ আর কি হতে পারে ! ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার এর চাইতে ভাল পথ আর কি হতে পারে !

কোথা থেকে শুরু করব ? এত এত স্মৃীতি এত এত কথা বন্ধু তোকে নিয়ে।

সম্ভবত আমরা তখন ক্লাস সেভেন এ পড়ি। ধুমকেতুর মত উদয় হল একটি ছেলের । তার নাম আদনান। খুব সাবলিল ভাবে ছেলে মেয়ে সবার সাথে কথা বলে । প্রথম পরিচয়ে মিশে যায় যে কারো সাথে । হয়ে যায় সবার প্রিয়। আমাদের স্কুলটা কোএডুকেশান হলেও আমার মনে আছে ওই সময় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একসাথে দাড়িয়ে কোথাও কথা বলার সাহস পেত না। একটা ক্লাস রুমে কোন মেয়ে থাকলে একটা ছেলে একা সে ক্লাস রুমে প্রবেশ করত না। সে সিচুয়েশানে আদনানকে আমি প্রথম দেখলাম আমদের ফাহমিদার সাথে বারন্দায় দাড়িয়ে সাবলিল ভাবে কথা বলতে। ফাহমিদা তখন মোটামুটি আমাদের ক্লাসের ক্রাস বলা যেতে পারে। যাক এ বিষয়ে আর বেশি কিছু না বলি ।

সে দিনই ওর সাথে আমার পরিচয় হল । জানলাম কাফরুলে থাকে।স্কুল বাসে যাতায়াতের কারণে তারেক ,আদনান, আমি, মিজু ,রসি সহ আরো কয়েকজন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম । তার পর একে একে যোগ হল মারুফ , শামীম, রমিম, সজল সহ অনেকে।

আরো কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলাম ও আসলে আমাদের ক্লাসের সকলেরই খুব ঘনিষ্ঠ। আমি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতাম একটা ছেলে কিভাবে সকলের খুব প্রিয় হয়ে উঠছে ।

সব স্কুলেই বেকবেঞ্চার বলে একটা শব্দ আছে । আদনান অনেক মেধাবী ছাত্র হলেও সে সবসময় পেছনের বেঞ্চে বা মাঝামাঝি বসত। তাই আমাদের ক্লাসের সকল ছাত্র ছাত্রীদের খুব কাছে চলে যেত।

একবার জাতীয় স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগীতায় গেল আমাদের স্কুলের হয়ে সাথে ছিল মারুফ আর শাপলা আপু। কি দরুণ বিতর্ক করল দেখবার মত ছিল।

আমরা প্রায় প্রতিদিন টিফিন পিরিয়ডে আমাদের বাস্কেড গ্রাউন্ডে টেনিস বল দিয়ে ফুটবল খেলতাম। সেখানে আদনানের ছিল ব্যাপক আধিপত্য। ভাল খেলত বলে সবাই তাকে দলে টানতে চাইত।

আমাদের স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথটা ক্যান্টনমেন্ট এর ভেতরে বলে অনেক সময় আমরা পায়ে হেটে স্কুল থেকে বাসায় যেতাম। আদনান কাফরুলে আর আমি নাখালপাড়া। আমাদের আসার পথে লাল লেক বা লাল পুকুর নামে একটা পুকর পরে। সত্যি কথা বলতে ওই পুকুরে ডুবাডুবি করেই আমরা সাতার শিখেছি। একদিন ত আমি আদনান আর তারেক মিলে জ্যাকিকে চ্যাংদোলা করে পানিতে ফেলে দিলাম।

দুষ্টুমি যেমন করতাম পড়ালেখাটাও ঠিকঠাক চালিয়ে নিতাম।

স্কুলে বিএনসিসি তে ও আদনানের সরব উপস্থিতি ছিল । আমরা বহুবার বিভিন্ন ক্যাম্পিং এ গেছি একসাথে ।

আদনান যেটা করত খুব মন দিয়ে করত । আমরা সে সময়ে যারা বি এন সি সি করতাম তাদের মধ্যে কেবল আদনান শ্রীলংকা গিয়েছিল ক্যাম্পিং এ।

স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব চলমান রইল। রাজউক কলেজ থেকে আদনান এইচ এস সি শেষ করে ৫১ বি এম এ লং কোর্সে যোগদান করল ।

প্রতি ঈদে আমরা একসাথে দেখা করতাম। মাঝে মাঝে আদনানের অফিসারদের মেসে আড্ডা হত। শুধু আমার সাথে না স্কুলের সকল বন্ধুদের সাথেই আদনানের যোগাযোগ ছিল । কিভাবে পারত ও , ভেবে অবাক হই।

এমন অনেকবার হয়েছে রাত বারোটায় সে গাড়ি নিয়ে হাজির । একটা কেক কিনে নিয়েছে । সাথে নিয়েছে একটি ফুলের তোড়া। এসে বলল চল । জানতে চাইলাম কোথায় যাবে। বলল আজ জ্যাকির জন্মদিন ওর বাসায় যাব ওকে ওইস করতে। যেই কথা সেই কাজ। এরকম যে ও কত বন্ধুদের সাথে করেছে আমার হিসেব নেই।

কভিডের মাঝেও সে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে বন্ধুদের সাথে। একটি ভাল বন্ধু বলতে যা বোঝায় তার সমস্ত গুণাবলী ছিল আদনানের মাঝে । ওর কথা লিখে শেষ করা যাবে না। যত লিখিছি ততই মনে হচ্ছে কম হয়ে যাচ্ছে ।

২০২০ সালের ৩১ জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টায় কক্সবাজারের টেকনাফে মেরিন ড্রাইভ সড়কের শামলাপুর চেকপোস্টে একেজন বিপথগামী পুলিশের গুলিতে আমাদের বন্ধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান, আমাদের আদনান নিহত হয়।

একটি ভাল বন্ধু হারাই আমরা। ও যে দিন মারা যায় তার ৩ দিন আগেও ফোনে ওর সাথে আমার কথা হয়।
আমি জানতে চেয়েছিলাম কক্সবাজারে কি করিস ? বলল একটা সারপ্রাইজ আছে এখন বলা যাবে না।
৩ দিন পর ওর মৃত্যু সংবাদ পেলাম। এটা কেমন সারপ্রাইজ ছিল? আমি সহ পুরো জাতি শকড। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। কোন ভাবেই নিজের কানকে বিস্বাস করতে পারছিলাম না। বনানীতে যখন ওকে দাফন করে আসছিলাম আমাদের বন্ধুদের পা আর চলছিল না।

মহান আল্লাহ তাআলা আদনান এর পরিবারকে শোক সামলে উঠার তৌফিক দান করুণ । আমিন।

যে জীবন ফিরে পেতে চাই

আহমেদ প্রান্ত, ব্যাচ -১৯৯৯

আজ যা বর্তমান, আগামীকাল তা অতীত। আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে অতীতের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি কী? যদি এক মুহূর্তর জন্য অতীতে ফিরে যেতে হয় তবে কোথায় যেতে চাই? চোখ বন্ধ করে আমি বলব, 'স্কুল জীবন'। এর চেয়ে সুন্দর মুহূর্ত আর কিছু নেই। সময় চলে গেছে বহু দূর! কিন্তু মনে হয় এই তো সেদিন আমরা ছোট ছিলাম। খুব ছোট। আহ্, কোথায় গেল সে দিন?এখন যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বন্ধুবান্ধব স্কুলজীবনের আলোচনা সামনে আনে, তখন আনমনে চলে যাই সেই শৈশব, কৈশোরে।

লিখবো লিখবো করে আর লেখা হচ্ছিলনা। সময়ের সাথে সাথে সব কিছুই দ্রুত ভুলে যাচ্ছিলাম। আর তাই সময় ক্ষেপন না করে লিখতে বসে গেলাম। স্কুল জীবনে পদার্পন করতেই মনের মধ্যে বেশ ভয় কাজ করতে লাগলো। পরিচিত গন্ডির বাহিরে অনেক বড় স্কুল, অনেক টিচার কেমনে সবকিছু ম্যানেজ করবো চিন্তায় পড়ে গেলাম। প্রথম দিন বাবার সাথে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা যাই। বলে রাখা ভালো বাবা সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন (বছর দুয়েক ঘুরতেই না ঘুরতেই বদলী হতো), যার কারণে দুটি শাহীন (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথমদিন যখন ভর্তি হই তখন আমাকে একটি বেতন কার্ড দেওয়া হয়েছিল। আমার রোল দেওয়া হয়েছিল ৩৪। মনে আছে বাবা আমার বেতন কার্ডের সব কিছু ফিলআপ করেছিলেন। প্রথমদিন আর ক্লাস হয়নি। বাবার সাথে বাড়ি ফিরি অনেক আনন্দে। বড় হবার আনন্দে...

একটি শিশুকে মানুষ ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার পেছনে পরিবারের পরে যে প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে, সেটা হলো বিদ্যালয় জীবন। বিদ্যালয় জীবনই আমাকে পড়াশোনার পাশাপাশি ভালোমন্দের হাতেখড়ি দিয়েছে। এছাড়াও বন্ধুবান্ধবদের সাথে ক্লাসরুমের সেই আড্ডাগুলো এখনো অনেক মনে পড়ে। আমার ছাত্রজীবনের রোমাঞ্চকর এক অধ্যায়ের নাম স্কুলজীবন। যে জীবনের শুরুটা হয় শিক্ষকদের শাসনের মধ্যদিয়ে আর শেষটা হয় অসংখ্য স্মৃতির মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে। আমার সেই মায়াজালের নাম-বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা।

কলেজটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত একটি স্কুল ও কলেজ, যা বিএএফএসকে নামেও পরিচিত। এটি ১৯৭২ সালের ১লা জানয়ারি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এখানে শিশু থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। এটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজের ছয়টি শাখার একটি। এখানে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং কলেজ উভয়ই রয়েছে। এটি মূলত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের সন্তানদের জন্য হলেও বেসামরিক ব্যক্তিদের সন্তানরাও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে পারে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে...

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী 'এয়ারফোর্স স্কুল' নামে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ সালে এটির নামকরণ করা হয় 'বিএএফ শাহীন স্কুল'। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে এটিকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয় এবং পুনঃনামকরণ করা হয় বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়র অধীনে এটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত। 'শিক্ষা, সংযম, শৃঙ্খলা' এ কলেজের মূলনীতি। ২০১০ সাল থেকে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলায় বাংলা ভার্সনের পাশাপাশি চালু করা হযছে ইংলিশ ভার্সনে পাঠদান কার্যক্রম।
বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলার জীবন আমার ছাত্র জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। জীবনের এই মানমন্দিরে আমরা বড় হয়ে ওঠা শিখি, পড়াশোনা শিখি, জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে জীবন চর্চায় কেমন করে কাজে লাগাতে হয় তাও শিখতে পাই। বিদ্যালয়ে সারা জীবনের জন্য বিভিন্ন বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পরম সখ্যতা গড়ে ওঠে, শিক্ষকদের সঙ্গে গড়ে ওঠে শাসন ও স্নেহের বন্ধন। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তৈরি হয় জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান স্মৃতি। সেই স্মৃতিগুলো বিদ্যালয় জীবনে অনুধাবন করা না গেলেও মধ্য বয়সে গিয়ে সেসব সোনালি সময়ের কথা স্মরণ করে মনকে দোলা দিয়ে যায়।

স্কুলজীবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়লেই নিজের মনের অজান্তেই আবেগ আপুত হয়ে পড়ি। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি সময় ছিল ওই স্কুল জীবনটাই। নির্দিষ্ট একটা ইউনিফর্ম, নিয়মমাফিক ক্লাস সবটাই যেন আজ

এসে শিখেছি প্রজ্ঞা, জ্ঞান, আচার ও নিষ্ঠা। ক্লাসরুমের হৈচৈ, কোলাহল, বন্ধুদের সঙ্গে দল বেধে স্কুলে আসা ও বাড়ি ফেরার সেই সময়গুলো যেন এখনো আমায় ডাকে।

আজও মনে পড়ে মাঠে দাঁড়িয়ে অ্যাসেম্বলির কথা, কখনো কখনো খুব চেষ্টা করতম অ্যাসেম্বলি ফাঁকি দেওয়ার কিন্ত প্রয়াত সুরাইয়া ম্যাডাম ও জুলফিকার স্যারের কড়া নজর এড়িয়ে যেতে পারতাম না। বাড়ি থেকে সেই ভোরে আসতাম, দুপুর ২টায় বাড়ি ফিরতাম, তখন কি যে মজা হতো! মনে হতো খাঁচায় বন্দি পাখি যেন মুক্তি পেয়েছে।

আমি কখনো টিফিন নিতাম না, রিমা, লাকী রুমু, সালমা, নমি ওদেরটা নিয়ে খেতাম, কখনো রাগ করতো আাবার তৎক্ষণাৎ এসে হাসিমাখা মুখে কথা বলতো। আজও মনে পড়ে প্রয়াত আতাউর রহমান স্যারের ক্লাসের কথা, হাস্যরসের মাধ্যমে তিনি আমাদের পাঠদান সম্পন্ন করতেন। সেইসব দিন আজও স্মৃতির পাতায় কড়া নাড়ে।

স্কুল জীবন আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। যে ধাপ আমাকে শিখিয়েছে বন্ধুত্বের মানে, যে ধাপ শিখিয়েছে জীবনের মানে। এই বিদ্যালয় জীবনে এসেই আমি চলার পথে ঠিক-ভুল এবং জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে শিখেছি। ভালো-খারাপ সবার সঙ্গে মানিয়ে পথ চলতে শিখেছি। আত্মবিশ্বাসের সাথে সিদ্ধান্ত নিতে শিখেছি।

সব ক্লাসের ঘটনা বলতে গেলে লেখা অনেক বড় হয়ে যাবে। তাই প্রথম আর শেষের একটা ক্লাসের ঘটনা নিয়ে আজকের লেখা-

ক্লাস ওয়ান

কবে ক্লাস শুরু হয়েছিল আমার মনে নাই। প্রথমদিনের প্রথম ক্লাসে আমাদের কারোরই মনে হয়নি আমরা ছিলাম তার অপরিচিজন। নজরুল স্যার বুঝালেন এটা স্কুল। আমরা বড় হয়েছি। সুতরাং আচরনেও আমাদের বড় হতে হবে। তারপর শিরিন ম্যাডাম আর মোল্লা স্যারকে পেয়েছিলাম। উভয়ই আমাদের নানা গাইড লাইন দিয়েছিলেন। যাহোক স্কুলের ভয়টা আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগলো। একটা বড় সুবিধা পেয়েছিলাম আমরা। আমরা যারা বড় হবার সাথে সাতে দাপট কি জিনিস আস্তে আস্তে বুঝতে শিখলাম। সেই সাথে নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে লাগলাম।

ক্লাস শুরুর দিকে হঠাৎ সেন্টু নামের একটা চশমাওয়ালা ছেলের আবির্ভাব। ও ছিল আমাদের মাঝে প্রথম চশমাওয়ালা ছেলে। তার সাথে বেশ লিয়াজো রাখতাম। অচীরেই সে আমার আর শফিকুল স্বপনের বন্ধুর লিষ্টে যুক্ত হল।

আমার স্কুলজীবন ছিল খুবই আনন্দদায়ক। স্কুল ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া, বাণিজ্য মেলায় ঘুরতে যাওয়া কতোই না আনন্দ উল্লাসের সময় ছিল আমার স্কুল জীবনের দিনগুলো। আজ স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে কর্মজীবনে এসেছি, তবুও সেই দিনগুলো বড্ড মনে পড়ে। সেই ধরাবাধা ক্লাসরুমে আবারও ফিরতে ইচ্ছে করে।

ডায়েরির পাতা থেকে

৩০.০৫.১৯৯৯: খুবই মজার একটি দিন ছিল। সারাটা দিন কেটেছে খুব আনন্দে।প্রথমে কিছুটা ভয় ছিল বিপদের জন্য। শেষে যখন বিপদ কেটে গেল ঠিক তখনেই মেঘের আড়ালে সূর্য হাসার মত শুরু হল আনন্দ। যতটা সময় স্কুলে ছিলাম তার অর্ধেকটা সময় কাটিয়েছি শফিক, সেন্টু, শাহিন, সোহেল, রুমু, লাকী, হিমেল, রির্চাড,তানিয়া, মিলি, নীলু, রাবু, রিনা, আওলাদ, কনা, রাজুর সঙ্গে। শুভ্রার সাথে শব্দ মিলানো খেলেছি প্রচুর। ক্লাস শুরু হবার পর তৌফিক সালাম স্যার বেশ কয়েকটি উপদেশ দিলেন। জীবনে চলার পথে অন্যের ক্ষতি না করে ভাল করার উপদেশ দিলেন তিনি। অনেক হাসিখুশির পর শেষ হয়ে এল সময়।স্কুলের ঘন্টায় বাজলো বিদায়ের সুর।সবার কাছ থেকে দোয়া চেয়ে আমি চলে এলাম আমার গন্তব্যস্থলে।

০১.০৬.২০০০: খুবই চমৎকার একটি দিন। সেই দিন ছিল বিদায়ের দিন। যদিও স্কুল থেকে পুরোপুরি বিদায় না হলেও দশম শ্রেনী থেকে বিদায়ের তাই স্কুল ১ঘটিকার সময় ছুটি। নিদির্ষ্ট সময়ের পূর্বে তাই নব্ম শ্রেনীর সব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিন চারজনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বুঝিয়ে দিলাম তাদের কাছে এই স্কুলের দায়িত্ব। নবম শ্রেনীর শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে বিদায়ের মানপত্র দিল। আমরা সবাই খুবই আনন্দ করলাম। দু'তিনজন মাঠে ক্রিকেট খেললো শেষবারের মতো। শেষবারের মতো ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত ঘুরলাম আমি, ইমরান, সাগর আর মোতাহার। এইভাবে শেষ হয়ে গেল স্কুলের শেষ এই দিনটি। বিদায়ের যন্ত্রনা করুন কিন্ত তবুও বিদায় নিতে হয়।

এস.এস.সি- ১৯৯৯

১৯৯৯ সালে এস.এস.সি উত্তীর্ণ হই আমরা।

ক্লাস টুয়েলভ

কলেজর শুরুটা ছিল দাপটের ভাবনা নিয়ে কিন্ত শেষে এসে দেখি সব ভুয়া। কেমনে জানি প্রতিষ্ঠানটাকে

ভালবেসে ফেলি। ভালবেসে ফেলি স্যার আর বন্ধুদের। শেষে এসে তাই এই বন্ধনে টান পড়ে। দ্রুত সময় চলে যায়। প্রথম সাময়িক এর পর দ্রুত প্রিটেষ্ট তারপর টেষ্ট পরীক্ষা হয়। চিন্তা ছিল তখন কেবল মার্ক বাড়ানোর। শেষের দিকে এসে আব্বা আমাকে আবার পড়াতে লাগলেন। আগে যে পড়াতেননা তা নয়। সমস্যা ছিল আমি অংক পারতামনা আর তিনি আমাকে মারতেন। এই মার খাওয়া থেকে বাচতে আমি তখন একটি চালাকি করতাম। সাধরনত তিনি সন্ধ্যার পর আমাকে নিয়ে বসতেন। আমি মাগরিবের নামাযে গিয়ে আব্বার বন্ধু মোতালেব চাচাকে মসজিদ থেকে ধরে নিয়ে আসতাম। ব্যস কেল্লা ফতে। আব্বা আর মোতালেব চাচার মধ্যে আড্ডা চলতো গভীর রাত পর্যন্ত। শেষে এসে সবাই মিলে আব্বাকে বুঝানো হল আমাকে না মারার জন্য। আমিও উৎসাহ পেয়ে আবার উনার কাছে অংক করতে লাগলাম। মনে আছে শেষের দিকে তিনি আমাকে ত্রিকোণমিতি আর পরিমিতির করাতেন। এই দুই চাপ্টারে আমি এত এক্সপার্ট হয়েছিলাম যে এই দুই চাপ্টার দিয়ে আমি গণিতে পাস করি। এরই মাঝে অনেক বন্ধু প্রিটেষ্ট আর টেষ্টে ধরা খেয়ে হারিয়ে যায়। গতবারের প্রিটেষ্ট আর টেষ্টে ধরা খাওয়া বেশ কয়েকজনও আমাদের বন্ধু হয়।

বন্ধুবান্ধব সমগ্র

শফিক স্বপন: স্বপন বেশ ভাল একজন ছাত্র ছিল। অনেকটা গম্ভীর ছিল। আমাদের একটা জুটি ছিল স্কুলে। আমি, স্বপন আর ইমরান এক সাথে থাকতাম। পরবর্তীতে আমরা একসাথে কত পাগলামী করেছি তার কোন হিসাব নাই।

ইমরান: ইমরান ছিল আমার মত আস্ত একটা পাগল। পড়াশুনায় তার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কেন জানি ও পড়াশুনা করতে পারতো না। তবে পাগলামীতে বেশ ভাল ছিল। কখনো না বলতোনা। যদি বলতাম ইমরান চল ওমুক জায়গায় যাই। বিনা বাক্যে সে আমার সাথে যেত।

ইয়াদ মোরশেদ সাগর: সাগর ছিল আরেকটা শান্ত মনের মানুষ। কোন ঝামেলায় ও জড়াতোনা। সব সময় হাসিখুশি থাকতো। যেকোন বিষয়ে মজা করতে ভালবাসতো।

সিনহা রাশেদ: রাশেদ ছিল একদম শান্ত একটা ছেলে। খুব গুছিয়ে কথা বলতো। ওর মায়াভরা মুখটা দূরে গেলেও চোখে ভাসতো। স্কুলের হয়ে বিটিভিতে ডিবেট করতো, অনেক তুখোড় ছিলো।

শাহিদুল বাবু: দ্রুত গতির বোলার হিসাবে শাহিদুল বাবুর বেশ নামডাক ছিল।

মেহের চৌধুরী: মেহের তেমন একটা কোন কিছুর ধারে কাছে থাকতো না। বাজারে ওদের একটা দোকান ছিল। সেখানে সে মাঝে মাঝে বসতো।

আনিসুর জনি: জনি সব সময় পিছনের বেঞ্চে বসতো। ওর বন্ধু লিষ্টে ছিল স্মৃতি আর লিজা। তেমন একটা আমাদের সাথে মিশতোনা। একটু চাপা স্বভাবের ছিল ও।

আক্তার: আক্তার পড়াশুনায় তেমন একটা মন ছিলনা। ও ক্লাস নাইনে প্রথম লেজার লাইট কোথা থেকে সংগ্রহ করে। তারপর সেটা দিয়ে বেশ কিছু দুষ্টামি করে।

তানিয়া: স্কুলের পাশেই তানিয়ারা থাকতো। মেয়েদের মধ্যে তানিয়া তখন একমাত্র চশমাওয়ালী ছিল। ও ছিল খুব স্পষ্টবাদী মানুষ। যেটা সত্য সেটা সব সময় বলে দিত। আর তাই ও আমার বেশ ভাল বন্ধু ছিল।

লিমা: আমাদের লিমা ছিল সবার ক্রাস। আমরা তখন সেটা বুঝতামনা। লিমা এর জীবনে আরো ভালবাসা এসেছিল। পরবর্তীতে কোনটা সফল হয়েছিল তা অজানাই রয়ে গেল।

কাদির: বেচারা একটু নিরীহ গোছের মানুষ। কোন ঝামেলায় তাকে পাওয়া যেতনা। ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষার সময়।

রিমা: কোন কিছুর ধারেকাছে থাকতো না রিমা। নিয়মিত নামাজ পড়তো আর স্কুলে আসা যাওয়া তার রোজকার কর্ম ছিল।

ঈসমাইল: কিছু মানুষ আছে যারা অনেক চেষ্টা করে যায় কিন্তু কোন ফল পায়না। আমার বন্ধু ঈসমাইল আর মুন্না ছিল এই দশা। ওরা বাই সাইকেল চালিয়ে অনেক কষ্টে ক্যাম্প থেকে স্কুলে আসতো। দু'জন আবার দু'জনের খুব ভাল ফ্রেন্ড ছিল। দু'জনই বেশ ভাল মানুষ ছিল।

পিয়াল: পিয়াল ছিল অনেকটা অন্তর্মুখী মানুষ। তেমন একটা কারো সাথে মিশতো না। তবে অন্যদের সাথে মিশুক আর নাই মিশুক লিজার সাথে তার বেশ ভাল একটা সম্পর্ক ছিল। যে সম্পর্কের নাম প্রেম কিংবা ভালাবাসা বলা যায়। কবে শুরু আর কবে শেষ আমরা তার কিছুই জানিনা। ডাক্তার হবার বড় শখ ছিল পিয়ালের , কিন্তু হলো অভিনেতা। আর তাই এস.এস.সি তে সায়েন্স নিয়ে পড়া।

মিনহাজ: মিনহাজ ছিল একদম চুপচাপ। খুব কম কথা বলতো। ওকে আমার বেশ ভাল লাগতো। বলে রাখা ভাল মিনহাজ আর সোহাগ দু'জন বেশ ভাল বন্ধু ছিল। আজ দু'জন একজন সৌদি আরব আরেকজন দুরন্ত টিভিতে আছে।

কনাঃ নিয়মিত নামাজ পড়তো আর স্কুলে আসা যাওয়া তার রোজকার কর্ম ছিল।
মোস্তফা মুরাদ বিভা: মুরাদ তখন বেশ মডার্ণ ছিল। রির্চাড সাথে তার খুব ভাল ভাব ছিল। অবশ্য এখনো সেটা আছে। দু'জন মিলে মজা করে সেই বয়সে সিগারেট খেত।
হারুন: আমার আরেকটা স্পষ্টবাদী বন্ধু ছিল হারুন। যেটা সত্য সেটা সে মুখের উপর বলে দিত। অনেকেই তাকে পচন্দ করতোনা। আমার কাছে সে ছিল সত্যি অসাধারন একজন মানুষ।
সামি দোহা: সামির পুরো নাম কি ছিল ভুলে গেছি। ওকে আমরা কখনো সামি আবার কখনো চটপটি বলে ডাকতাম। একটু চটপটে ছিল ওর নামকরণ হয় চটপটি।
শাহারাজ সিরাজী: কোন কিছুর ধারেকাছে থাকতো না সিরাজী। স্কুলে আসা যাওয়া তার রোজকার কর্ম ছিল। মানুষকে খাওয়াতে অনেক পছন্দ করে। অনেক টিফিন খেয়েছি আমরা।
পাপ্পু: পাপ্পুকে আমরা পানি বিজ্ঞানী বলে ডাকতাম। অসম্ভব ভাল ছেলে ছিল ও। পড়াশুনায় বেশ সিরিয়াস ছিল। দুভার্গ্যবশত প্রথমবার সে এস. এস.সি তে খারাপ করে বসে। তারপর তার সে কি কান্না। ওর কান্না দেখে বেশ কষ্ট লেগেছিল।
এমরান আনোয়ার: ক্লাসে ইমরান আমার মতো এতটা চঞ্চল না থাকায় তেমন একটা লাইমলাইটে আসেনি।
শফিকুর: শফিকুর সর্বদা একটিভ ছেলে ছিল। কোন কিছু হলে সে বেশ উৎসুক চোখ নিয়ে তাকাতো। অন্য সময় গল্পগুজব করে সময় কাটাতো।
শান্তনু মল্লিক: শান্তনু ছিল পাগলা টাইপের ছেলে। একবার কি একটা জিনিস আবিষ্কার করতে গিয়ে বড় ধরনের একটা এক্সিডেন্ট করে ফেলে। পলির প্রেমে পড়ে পাগলামী দেখার মতো ছিলো।

সুমন কাফি: কাফিও বেশ মডার্ণ ছেলে ছিল। মাঝেমাঝে ও আমাদের সাথে হরিন খাবার গল্প বলতো। শিপার সাথে চুটিয়ে প্রেম করতো সে। জানিনা কেন তাদের সেই প্রেমটি সফল হয়নি।
আতিক (ভেলু): ক্লাসে লম্বা ছেলেদের মধ্যে আতিক ছিল অন্যতম। মিশুর উপর ও ক্রাস খেয়েছিল। আমদের কাছে সে বিষয়টা অনেক পরে বলেছিল।
ডাঃ রিয়াজ: রিয়াজকে আমরা কাঁচা মরিছ বলে ক্ষেপাতাম। ও দেখতে মরিছের মত একদম শুকনো ছিল। একবার আমার নামে বিচার পর্যন্ত দিয়েছিল স্যারের কাছে। স্যার অবশ্য হেসে সবকিছু উড়িয়ে দিয়েছিলেন।
আহসান হাবিব: ও আর আমার বন্ধুত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গড়িয়েছি যা আজো বিদ্যমান। পড়াশুনায় সে খুব ভাল ছিল। তার একটা খুব ভাল গুন ছিল- সে কখনো ক্লাস ফাকি দিতনা।
আকরামুল হাসান: হাসান আর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একইসাথে পড়লেও দেখা হয়েছে, পাস করে বের হবার পর। বন্ধুত্ব আজো। সর্বদা পজেটিভ মনমানসিকতার একটি ছেলে। কোন কিছু হলে সে বেশ উৎসুক চোখ নিয়ে তাকাতো। ভাগ সময় গল্পগুজব করে সময় কাটাতো।
এনায়েত রবীনঃ পড়াশোনায় কাচা ছিল স্যাররা বুঝতেন তার সমস্যা। আর তাই তাকে কোন প্রশ্ন করতেননা। একবার শরীফ স্যার তার নাম দিয়ে বসলেন মুরব্বী। অবশ্য তাকে দেখতেও অনেকটা মুরব্বীদের মত লাগতো। সেই থেকে তার আরেকটা নাম লেগে গেল মুরব্বী। মুরব্বী এখন ব্যাংকার
তাছাড়াও আমাদের সাথে আরো যারা ফ্রেন্ড ছিলু মারুফ, আবু সাইদ,বাবু,হামিদুল, কাওসার লিমন,মাসুম মাহমুদ সোহাগ (দ. আফ্রিকা),মনির সালমা, ইভান, নজরুল। যাদের চরিত্র হারিয়ে গেছে মস্তিষ্ক নামক মানব হার্ডডিস্ক থেকে।
সনসি ফাস্টফুডের দোকান: স্কুলের সামনে সনসির ফাস্টফুডের একটি দোকান ছিল যেটির পরিচিতি ছিল দোকান নামে যদিও দোকানটির আরো কি জানি নাম ছিল। এটি ছিল আমাদের স্কুলের সামনে থাকা একমাত্র দোকান। প্রতিদিন কোন না কোন কিছু কেনা হত দোকান থেকে।
মানুষের জীবনে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। কিছু স্মৃতি মনকে হাসায়, কিছু স্মৃতি মনকে কাঁদায়। আমার অনেক স্মৃতি বর্তমানকে ভুলে দিয়ে অতীতকে আরো জীবন্ত করে তোলে। ভালো লাগে যখন ফেলে আসা অতীতের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। আমাদের জীবনটা খুব ছোট্ট। জীবনটা তিনটা অংশ: শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। এই ছোট্ট জীবনে ভালো মন্দ নানা স্মৃতি রয়ে যায়। জীবনের স্মৃতির পাতায় যে অধ্যায়টি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে তা হল আমার শৈশব কালের স্কুল জীবন। যদিও এই স্কুল জীবন পার করে এসেছি আজ থেকে আরো ২৩ বছর আগে।
অনেক বন্ধুর নাম ভুলে গেছি সাথে অনেকের চরিত্রও। ছোট বেলার ছোট ছোট স্মৃতিগুলো সহজে মনে করা সহজ নয়। কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে খুশি হই। এই লেখাটা উৎসর্গ করলাম আমাদের বন্ধু রাশেদ, হারুনকে যারা এখন আমাদের ছেড়ে দূর তারাদের দেশে...

ভালোবাসি দেশ
ভালোবাসি বিমান
• লাল সবুজের পতাকাবাহী একমাত্র বিমান সংস্থা
• IATA সদস্যভুক্ত বাংলাদেশের একমাত্র এয়ারলাইন্স
• দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম তারুণ্যদীপ্ত বহর
• অকৃত্রিম বাঙালি আতিথেয়তা
• সাশ্রয়ী মূল্যে টিকেট
বিমান আপনার নিরাপদ ভ্রমণের বিশ্বস্ত সঙ্গী
বিমান
বাংলাদেশ এয়ারলাইনস
আকাশে শান্তির নীড়
www.biman-airlines.com

এ আমার অলকানন্দা

মোহাম্মদ এরশাদ আলী
প্রভাষক বাংলা (ইংরেজী ভার্শন)
বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা
লেখক ও বাংলা গবেষক

আমার পরিচয় গ্রাম, অন্তরে ছিল নগরের স্বপ্ন
স্বপ্নাবাসে গ্রাম খুঁজি প্রাণে থাকে নগর
একদিন দোলাচলতা ভেঙে নগরকে বললাম,
একটুকরো উন্মুক্ত আকাশ খুঁজে দিতে
শিলং শ্যামলা প্রশান্ত সঙ্গী চেরাপুন্জি
যেখানে মলিন চোখে অমৃত ঝরে
বিস্ময় নৈসর্গিক সমারোহ থাকে চারিদিক,
কাঁঠাল মেহগুনি বটছায়ায়
বুদ্ধিমান স্তন্যপায়ী বানর
মানুষের মতো অবিশ্রান্ত খেলা করে।

নগরকে বলি একটা বাগান খুঁজে দাও
যেখানে কৃষ্ণচূড়া গোলাপ পাতাবাহারি মাঠ
গাছে গাছে দোয়েল শালিরেক কোলাহল
বাংলার আকাশ মুক্ত রাখিবার শপথে
গর্বের সাথে ওড়ে মিগ টুয়েন্টি নাইন
যেখানে আনন্দে ফোটে ফুল দেশের জন্য
শপথ চলে মানবতা গড়ার
এমন ঠিকানা,
যার ইতিহাস সুবর্ণ বাংলার মতো গৌরবের
যেখানে পদচারণায় ধন্য হয় প্রাণ কিশলয়
এমন ঠিকানা,
যেখানে হাজার সারথি স্বপ্ন বোনে
আগামীর পৃথিবী রচনা হয়।
সবশুনে নগর ঠিকানা লিখে দেয়,
বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা,
ঢাকা সেনানিবাস
এ আমার অলকানন্দা
সময়ের ফসিল গ্রীবায় জমানো
একটুকরো সোনালি-রূপালি জীবনের আকাশ।

অপ্রকাশিত কিছু কথা

তাহামিদা খাতুন (আঁখি)

বসেই ছিলাম মোবাইল হাতে,
হঠাৎ চোখে পড়লো,
কেউ একজন লিখেছে,
কিছু কথা অপ্রকাশিতই শ্রেয়।

পড়া শেষ হতে না হতেই
কিছু একটা যেন আমার হৃদয়ের
পাস দিয়ে হেঁটে, আমার হৃদয়কে
আলতো হাতে ছুঁয়ে চলে গেলো।

আমি হঠাৎই কি একটা হৃদয়ের
ব্যথা অনুভব করলাম,
মনে মনে আমার কিছু
একটা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কিছু কথা অপ্রকাশিতই শ্রেয়।
কি সেটা -----???
আর মনের মধ্যে কেমন কেমন করছে,
মনকে বললাম, বলো কিছু আমি লিখি,
সে বলে ও বলে না।

"কিছু কথা অপ্রকাশিত থাকাই শ্রেয়"
আমি আবার তাকে বললাম, বলো কিছু,
আজ যা বলবে তাই কবিতা হয়ে যাবে,
তার পরে অনেক্ষণ বসে আছি,
কিছু শুনবো বলে---------!

কি কথা আমি মনে মনে খুঁজেই চলেছি
আর কেমন জানি বুকের ভিতর
একা একা লাগছে, খুব কষ্ট হচ্ছে,

তাহলে কি এটাই সেটা,
সেই অপ্রকাশিত সেই--------????
বুকের ভিতর একা অনুভব করা?
হয়তোবা হ্যাঁ, হয়তোবা না।

থাক, কিছু কথা না হয় আজ
অপ্রকাশিতই থাক।

ফিরে দেখা

রাবেয়া বেগম, ব্যাচঃ- ১৯৯২

মন - যাবি নাকি ঘুরতে
আমার হারানো সেই দুরন্ত ছোটবেলায়
যখন বিকেল পেরিয়ে যেত
এক্কাদোক্কা, ডাঙ্গুলি, বউচি, পুতুল বিয়ে
আর বরফপানির ছোটাছুটিতে।

চোর ডাকাত বাবু পুলিশ
খেলবে চলো আমার সাথে
চড়বে নাকি গাছের আগায়
দুলবো দুজন দোলনা দোলায়।

চলো যাই সেই মাঠের পরে
কাশবন, আর লেকের ধারে
হাটবো চলো দুজন মিলে
খোলা হাওয়ায় মন উড়িয়ে।

টিকটিকির সেই বাচ্চা ফোটা
দেখবে চলো আমার সাথে
বকুল ফুলের সেই মালাটা
আজও আছে বইয়ের ভাঁজে।

ময়ূর পাখার বাচ্চাসহ সেই পাখাটা
রেখেছি খুব যতন করে
জোনাকি পোকার আলো ছোব
একটুখানি আধার হলেই।

লাঠি লজেন্স, শনপাপড়ি, কালো হজমি
হাওয়া মিঠাই আর পঁচিশ পয়সার
বড়োই আচারের টকঝাল স্বাদ
নেবে নাকি আমার সাথে।

চলো যাই, সেই শিউলি তলায়,
ভোরের কুয়াশা কাটিয়ে ফুল কুড়াতে
গাঁথতে হবে ফুলের মালা
ঘাসের ওই চিকন ডগায়
ফেরিওয়ালা যাচ্ছে চলে
লেইস ফিতা লেইস বলে বলে
আলতা, দুল আর রঙিন চুড়ি
কিনবো চলো দৌড়ে গিয়ে।

ভর দুপুরে খেলতে যাবো
শুনবো না আর মায়ের বারন
প্রজাপতির ডানা ছোব
দুআঙুলে ফড়িং নেবো।

আনবো কিনে রঙিন ঘুড়ি
ভিউকার্ড আর খেলনা হাড়ি
পেপোও বাঁশি বাজাবো আজ
বউ বাজারে বসবে হাট।

যাবে নাকি - মন আমার সাথে?
নীল আকাশের দূর সীমানায়
মায়ের আদর, বাবার শাসন
ভাই বোনের ওই শীতল ছায়ায়।

বাক স্বাধীনতা

মুহাম্মদ শিহাব, একাদশ শ্রেণী

এই দেশে জন্ম আমার, আমি এদেশের মানুষের কথা বলি,
তবে কেনো? কেউ রুখে দিবে আমার,
বাক স্বাধীনতার তীব্র বুলি।

যে দেশের মানুষ, অন্যায় অত্যাচারে থাকেনি কভু চুপ
যাদের তীব্র প্রবল ধ্বনিতে, কেঁপেছিল ওই স্বৈরাচারী
পাকিস্তানীদের বুক,
তারা থাকবে না কভু নিজের অধিকারে চুপ।

যে দেশের জন্মের জন্য দিতে হয়েছে তিরিশ লক্ষ তাজা প্রাণ,
সেই দেশে থাকবে না বাক স্বাধীনতা এটা বেমানান।

একান্ন বছর পেরিয়ে গেছে হয়েছে দেশের জন্ম,
তবুও এদেশে কথা বলার স্বাধীনতা নাম মাত্র শূন্য।

দেশে আজ হচ্ছে অন্যায় হচ্ছে অবাধ দুর্নীতি,
কিন্তু কিছু কহিতে পারিবো না এটাই নাকি রীতিনীতি ।

হৃদয়টা আজ ম্লান হয়েছে, জমেছে অনেক কথা,
তবুও কিছু কভু কহিতে পারিবোনা,
নেই তো মোর প্রাণের দেশে বাকস্বাধীনতা।

"স্কুল"

মোঃ ফজলুল হক, ব্যাচঃ- এস.এস.সি ১৯৮৭

সেই কবে পার হয়েছে স্কুল জীবনের গণ্ডি
অনেক স্মৃতি ঝাপসা হয়ে পড়েছে সেথায় ধুলো
তবুও আজো স্কুলের স্মৃতিতে হয়ে যাই এলোমেলো ।
স্কুলের শিশুকালে আমিও ছিলাম নিতান্ত এক শিশু
সে সময়ের দুষ্টামি, বাদরামি মনে পড়ে কত কিছু।
মধুময় দিন, কষ্টের ক্ষণ পার হয়েছে কতো
প্রাপ্তির খাতা পূর্ণ তবুও স্মৃতি উঁকি দেয় অবিরত।

যারা আমাদের আলোকিত করেন শাহীনের এই প্রাঙ্গণে
শ্রদ্ধার সাথে মাথানত করি সেসব শিক্ষকদের সম্মানে।
দিনের পর দিন কষ্ট করে দিয়েছেন কত শিক্ষা
আমরা এখনো ভুলিনি তাহা কি যে অপরুপ দীক্ষা ।
মানুষ করার এসব কারিগর ধীরে ধীরে চলে যাবে
তাদের গড়া মানুষগুলো দেশকে এগিয়ে নিবে।
যে জ্ঞানের প্রদীপ পেয়েছিলাম হাতে শিক্ষকগণ হতে
সে প্রদীপের আলো আজো অম্লান সকল দিকটি হতে।

মনে পড়ে যায় টিফিন পিরিয়ডে খেলাধুলা আর আড্ডা
আরো মনে পড়ে কিভাবে বাজতো পিতলের সেই ঘন্টা।
জানি এখনো স্কুলের ঘন্টা তেমনি বেজে ওঠে
কে জানে কার জীবনে কখন শেষ ঘন্টা বাজে।
সময়ের সাথে ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক সবাই চলে যাবে
প্রিয় স্কুলটা দুহাত বাড়িয়ে শুধুই অপেক্ষায় রবে।

জীবনে কত বন্ধু জুটেছে নাম মনে নেই অতশত
স্কুল জীবনের বন্ধুরা যেন আপন ভাইয়ের মতো।
কেহ গিয়েছে ওপারে আবার কেহ পড়ে আছে ঘরে
স্কুল জীবনের তাদের কথা এখনো মনে পড়ে ।
ভালোবাসার মায়াজালে কাটুক সবার শ্রেষ্ঠ সময়
সফলতার সকল সীমা ছাড়িয়ে যাক প্রিয় বিদ্যালয়।
নিয়ম শৃঙ্খলায় আর ফলাফলে সবদিক দিয়ে সেরা
ধন্য জীবন বি এ এফ শাহীনে পড়তে পাড়া।

ছোট্টবেলার গল্প

নিঝুম, ব্যাচ: ১৯৯৪

ছোট্টবেলার গল্প মনে আছে তো?
মায়ের ওড়না জড়িয়ে বৌ সাজা,
ছোট ছোট হাড়ি পাতিল, রান্না-বান্না,
বাবার কাছে আদরের বায়না,
স্কুল পালিয়ে লাল লেকের ধারে বেড়ানো
হুজুর স্যারের বেত আর বিলাইচিমটি গল্প,
কত শত স্বপ্নের সমান বড় বড় ভাবনা।

স্বপ্ন শুধু পালায় না, হারিয়ে ও যায়
সত্যিই তো
আজ যখন এতো বড়!
বন্ধুদের হারিয়ে একাকী, হঠাৎ
লাল শাড়ি জড়িয়ে নতুন কোন দেশে
একদিন, দুইদিন করে পূর্ণতা পাওয়া একটা সংসার।
আজ মন খারাপ তো কাল ভালো,
নতুন ভোর, নতুন কোন স্বপ্ন।

কিছু না জানা, বাবার আদুরে মেয়েটি,
বন্ধুদলের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটিকে ছেড়ে
মানিয়ে নেয়া একটা পূর্ণাঙ্গ বধূ ।
অপ্রাপ্তি জীবনের হেসেলে দিন, বছর, যুগ কেটে যায় ।
কেউ খবর রাখে না, সময় হয় না,
বড় বড় শিক্ষিত মানুষ ।

নীরবতা, মূল্যহীনতায় চলছে জীবনের খাতা।
পড়ার কেউ নেই, আলো নেই পর্যাপ্ত,
স্বপ্ন মুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলা।

কন্যা, জায়া, জননী জাহানারা শুধু দিতেই জানে।
নিজের বলে তো কিছু নেই,
হারানোর সম্মানটুকু ও অপমানিত ।

আদুরে বন্ধুর গলা জড়িয়ে সুখ দুঃখের গল্পবলা হয়না
বাবার রাজকন্যা আহ্লাদি অন্যঘরে, ধৈর্য্যকন্যা।
একেই বলে ভাগ্য বিড়ম্বনা।

বিএএফএসকে, এক-তিন

মামুন তালুকদার (এইচ এস সি ব্যাচ-২০০৩)

মিলিব গানে গানে
বিএএফএসকে, এক-তিন;
মিলিব প্রাণে প্রাণে
মিলিব একদিন।

সবার প্রিয় শিবলী সাদিক
সদা হাসি মুখ,
হাসিমুখেই বলতো ঠিক
দোস্ত, বন্ধুত্বেই সুখ।

আরিফ ভীষণ শান্ত ছেলে
পড়ালেখায় ভালো,
ছাত্র-শিক্ষক সবাই বলে
জ্বালবে দেখো আলো ।

মিতা আমার চৌধুরী মামুন
গাল ভরা তার হাসি,
সিনিয়রকে বলে -একটু থামুন
সত্যি ভালোবাসি।

মঞ্জুর একখান টোল পড়া গাল
ছিলো মুচকি হাসি,
টোল দেখিয়া টোল দিত কেউ
চোখের জলরাশি।
সদালাপী ছিলো ভীষণ
বন্ধু প্রিয় মনোয়ার,
আজও আছে, তাহার কথা
নতুন করে বলব কি আর!

ফাহাদ সুজন দুষ্ট ভীষণ
করতো ক্লিকবাজি,
স্কুল পালানোর করতো পণ
সাথে অনেকেই রাজি।

রাজু একটু স্মার্ট বেশি
মুখখানা গোলগাল,
তার ওপরে কন্যা রাশি
তাকায় ভুলভাল ।

মুরাদ ভীষণ ভদ্র ছেলে
কণ্ঠখানা ভারী,
কত জনে কত ছলে
ছুটতো পেছন তারি
মেহেদী আর রাসেল ছিলো
মারতো চোরা হাসি,
তোদের কথা মনে পড়ে
তোদের ভালোবাসি ।

শাহজামাল আর সনেট ছিলো
বন্ধু গলায় গলায়,
আসিফ ছিলো সাহসী খুব
প্রেমের কথা বলায়।

বন্ধুমহল মাতিয়ে রাখে
মিহির আর দিদার
দুষ্টমিতে সেরা থাকে
নজর কাড়ে সবার ।

কোথায় থাকিস, জেন্টেল মাহবুব
সাইফুল আর আলাউদ্দীন?
তোদের কথা মনে পড়ে খুব,
তোদের ছাড়াই যাচ্ছে দিন ।

জনির ছিলো দুষ্ট হাসি
তিলকে করতো তাল,
এ্যাডজুটেন্টের কান টানাতে
প্যারেডে বেসামাল ।

বান্ধবীদের কথা বললে
জমবে ভীষণ ভীড়,
এই কথাতে জ্বলুক জ্বললে
বন্ধুরা আজ বউতে স্থির।

তোরা ভীষণ বন্ধু পাগল
সুস্মিতা আর তানিয়া,
জয় করিতো বন্ধু সকল
বুবলী আর মুনিয়া।
কে যে আজ কোথায় আছিস!

নুপুর-মুমু-অন্তরা,
তোদেরকে খুঁজে বেড়ায়
একের তিনের বন্ধুরা ।
যাদের কথা হলো না বলা
তাদেরকে বলে যাই,
তোদের কথাই বলে গেলাম
সবার মাঝে তোরাই ।

তোদের কথা বলতে গিয়ে
হলাম স্মৃতি কাতর,
মনের বাড়ি ঘ্রাণ নিয়ে
দেখি বন্ধুত্বের আতর

তোদের কথা বলা শেষে
নিজের কথা থাক না বলা,
তোদের পাশে বন্ধু বেশে
বাকি জীবন হোক চলা ।

স্মৃতির বিদ্যাপিঠ

মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন, ব্যাচঃ- এস.এস.সি-১৯৯৫

আহা! বাহ্‌রে! বাহ্‌রে! বাহ্! মনে জাগে ফূর্তি,
আমার প্রাণের বিদ্যাপিঠের অর্ধশত পূর্তি।

চিত্তানন্দে দোদুল দোলায় নাচতে শুধু চাই,
শিশু মনের আবেগটা যে উচ্ছ্বসিত তাই ।

তারই লাগি চলছে দেখি কত আয়োজন
হবে দেখা কত মুখের, কত প্রিয়জন।

কত কথা পড়ছে মনে স্মৃতির দুয়ার খোলা,
অতীত সুরের গুঞ্জরণ, যায় কী কভু ভোলা?

কুর্মিটোলায় বায়ুসেনার ছাউনিতে স্থাপন,
“শাহীন কলেজ” নামে হল প্রসিদ্ধ সংস্থাপন ।

বই পত্তর সাথে নিয়ে করে আলাপন
দলে বলে যেতাম সেথায় অচিন ও আপন।

সমাবেশে প্রার্থনা আর শপথ করে সবাই
শ্রেণিকক্ষে যেতাম তবে নিয়ম শৃংখলায়।

তারই আগে স্বদেশ প্রীতি, শরীরচর্চা টুকু
হত বলে, ক্লান্তিবোধ থাকতনা একটুকু।

হল্লাহাটি, খেলাধুলায় কেউবা জুটিত,
প্রাঙ্গনেতে তারই সুখে তারা ছুটিত ।

পূব পাশেরই পেয়ারা বাগান, কিচিরমিচির
'রবে রাখত মেতে টিফিন বেলায় কচি-কাঁচা সবে।

কেন্টিনেরই গাছের ছায়ায় জুড়িয়ে তনু মন
সতেজতায় পাঠে যেতাম হয়ে চনমন।

নীরস বই আর উদাস মনে অবচেতন হতাম,
“ভালবেসে বেতের ছোঁয়া শরীর পেতে নিতাম ।
জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে জ্ঞানের মহাজন
সুনীতি আর মান হুশের করিলেন ভজন।

সারাজীবন পুঁথি ছাড়াও এই শিক্ষাই দিলেন,
তাঁরাইতো যে মান্যবর সবার কাছে ছিলেন।

হারানো সুরের মূর্ছনাতে নতুনেরই গান,
সপ্ত সুরের আলাপে তার বাজে ঐকতান।

স্বপন মাঝে আজো আমি ছাত্র হয়ে রই,
পুরনো কেউ নেইতো পাশে, গেল তাঁরা কই?

দৃশ্যপটে সবই যখন আমার সামনে ভাসে,
ভাবতে গেলেই চোখটা তখন ঝাপসা হয়ে আসে।

আজো কোন ছলে যখন বিদ্যালয়ে যাই,
আর্কুলজিস্ট হয়ে তখন স্মৃতিটা আওরাই।

RahimSteelMills
www.rahimgroup.com.bd
DWR ক্লাস-এ
রহিম সুপার এক্সট্রিমই
সর্বপ্রথম
স্থাপনা হবে আরো বেশি মজবুত
বাংলাদেশে রহিম সুপার এক্সট্রিমই সর্বপ্রথম
নিয়ে এলো BSTI এর নতুন মানদন্ড BDS ISO 6935-2: 2016 এর সর্বোচ্চ ডাকটিকিট ক্লাস "D" অনুযায়ী RSM B500WR এবং B420WR গ্রেডের রড যা বাংলাদেশের মতো ভূমিকম্প প্রবণ দেশে অতীতের 500W গ্রেডের রডের তুলনায় অধিক ভূমিকম্প সহনীয়। DWR এর দৃঢ়তায় এখন স্থাপনা হবে আরো বেশি নিরাপদ। তাই সুদীর্ঘ ৬০ বছর ধরে ছোট-বড় সকল স্থাপনায় প্রকৌশলীদের প্রথম পছন্দ রহিম সুপার এক্সট্রিম।
RAHIM STEEL
Symbol of QUALITY
নির্মাণের অল রাউন্ডার
RSM B420 DWR
RSM B500 DWR
ideadose • rahimsteel • 2019

স্মৃতিতে ফিরে

ব্যাচ ১৯৮১

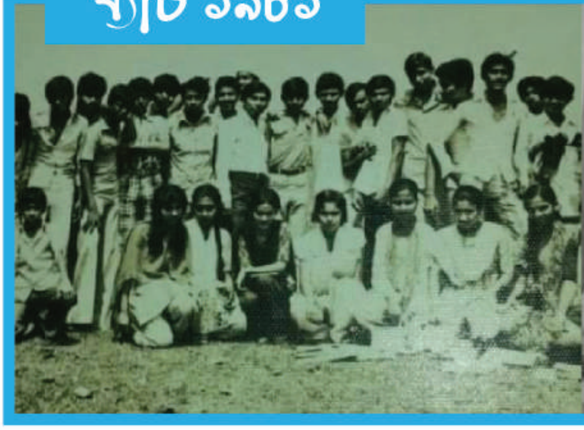

ব্যাচ ১৯৮২

ব্যাচ ১৯৮৩

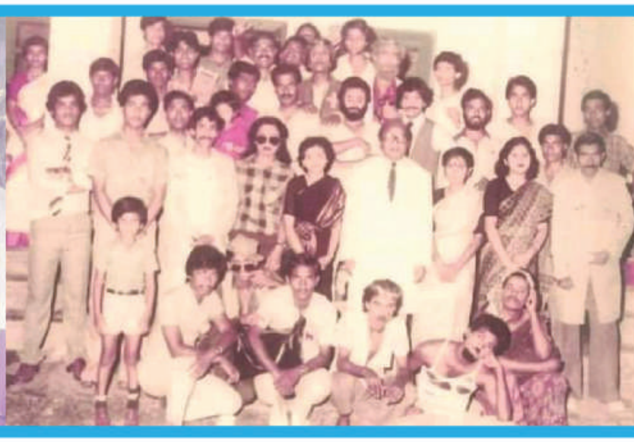

ব্যাচ ১৯৮৪

ব্যাচ ১৯৮৫

ব্যাচ ১৯৮৬

ব্যাচ ১৯৮৭

ব্যাচ ১৯৮৮

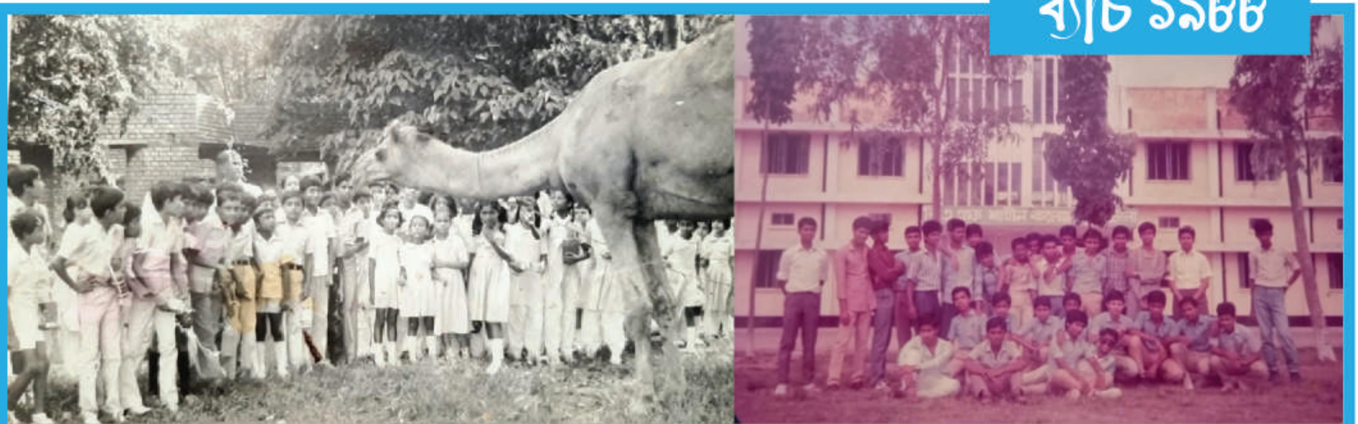

ব্যাচ ১৯৮৯

ব্যাচ ১৯৯০

ব্যাচ ১৯৯১

ব্যাচ ১৯৯২

ব্যাচ ১৯৯৩

ব্যাচ ১৯৯৪

ব্যাচ ১৯৯৫

ব্যাচ ১৯৯৬

ব্যাচ ১৯৯৭

ব্যাচ ১৯৯৮

জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা '৯৮ এর রানার্স আপ দল,
বাঁ থেকে, মাশরুবা বিনতে শহীদ,
সিনহা মোঃ রাশেদ খান আদনান ও মাহমুদুল হাসান

ব্যাচ ১৯৯৯

ব্যাচ ২০০০

ব্যাচ ২০০১

ব্যাচ ২০০২

ব্যাচ ২০০৩

ব্যাচ ২০০৪

ব্যাচ ২০০৫

ব্যাচ ২০০৬

ব্যাচ ২০০৭

ব্যাচ ২০০৮

ব্যাচ ২০০৯

ব্যাচ ২০১০

ব্যাচ ২০১১

ব্যাচ ২০১২

ব্যাচ ২০১৩

ব্যাচ ২০১৪

ব্যাচ ২০১৫

ব্যাচ ২০১৭

ব্যাচ ২০১৮

ব্যাচ ২০১৯

ব্যাচ ২০২০

আপনি কি আপনার নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছেন ?

রূপালী লাইফের

যে কোন একটি পলিসি আজই গ্রহণ করে ভবিষ্যত জীবন নিশ্চিত করুন

আমাদের প্রকল্প সমূহ

- ❑ ইসলামী জীবন বীমা তাকাফুল
- ❑ একক বীমা ডিভিশন
- ❑ সামাজিক বীমা ডিভিশন
- ❑ রূপালী ক্ষুদ্র বীমা তাকাফুল ডিভিশন
- ❑ শরীয়াহ্ ডিপোজিট পেনশন প্রকল্প
- ❑ রূপালী সঞ্চয় বীমা ডিভিশন
- ❑ আল-আমানত বীমা ডিভিশন

রূপালী জীবন নিরাপদ জীবন

RLI

রূপালী লাইফ
ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

রূপালী লাইফ টাওয়ার
৫০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৮৩৯২৩৬১-৪
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩৯২৩৭০

www.rupalilife.com

E-mail : rupali_life@yahoo.com

MPHARMA
HEALTHIER & HAPPIER

mcare
Smart Healthcare
www.mcare.com.bd

এমফার্মা

Reg. No: DC-22619

মডেল ফার্মেসী

আসল পণ্য সেরা মূল্যে

দেশীয় ঔষধে অনলাইনে কিংবা ফোনে অর্ডারে

৮% ছাড়

ফ্রী হোম ডেলিভারি

৭৬/১ মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬

এমকেয়ার

প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ভারতীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়

অভিজ্ঞ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধায়নে ভারতের স্বনামধন্য হাসপাতালে

বন্ধ্যাত্ব ও যৌনরোগসহ

সকল চিকিৎসা ও সেবা গ্রহণে সহযোগীতা করা হয়

৫৭২/কে মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬

যোগাযোগ করুন – 01894947374

COMPLETE POWER SOLUTION

- Power & DistributionTransformer
- HT Panel, LT Panel & PFI
- Diesel Generator
- Busbar Trunking System
- Complete Lighting System

01755514800
www.cross-world.com

Cross-world
Ensuring power since 1983

বসুন্ধরা
হাউজিং

রাজউক অনুমোদিত বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্প

বসুন্ধরায় রেডি প্লট বুঝে নিন আজ
কাল থেকে শুরু করুন বাড়ির কাজ

একদম রেডি প্লট, কিনলেই হাতে পাচ্ছেন দলিল। ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তার নিশ্চয়তাসহ বিশ্বমানের নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে একক অথবা সম্মিলিত উদ্যোগে বাজারমূল্যের অর্ধেক দামে নিজের বাড়ি/ফ্ল্যাট-এর গর্বিত মালিক হোন। এখনি শুরু করুন বাড়ির কাজ।

আই (I) ব্লক-এর প্রাইম লোকেশনে শেষ কয়েকটি বাণিজ্যিক প্লট সম্পূর্ণ রেডি অবস্থায়
বিক্রয় চলছে।

বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্প মেট্রোরেলের ৬টি স্টেশন দ্বারা পরিবেষ্টিত

পূর্বাচল এক্সপ্রেস হাইওয়ের মধ্যে ৩ টি স্টেশন যা ব্লক G ও H এর মধ্যে বসুন্ধরা স্টেশন ব্লক L ও M এর মধ্যে পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি স্টেশন, ব্লক P সংলগ্ন মস্তুল স্টেশন, এবং বসুন্ধরা গেট সংলগ্ন নর্দা স্টেশন, নতুন বাজার স্টেশন ও মাদানী এভিনিউ এ ভাটারা স্টেশন (প্রস্তাবিত) হবে। এছাড়াও:

- ব্লক M ও N এর মাঝে ২০০ ফুট সড়ক।
- ব্লক P সংলগ্ন ২০০ ফুট সড়ক।
- L ব্লকের মাঝে ১৩০ ফুট সড়ক।
- I (ext.)-এ রয়েছে ১০০ ফুট সড়ক।
- ব্লক H থেকে I এর সাথে আছে ৮০ ফুট করে ২টি সড়ক।
- ব্লক G থেকে E (এভারকেয়ার হাসপাতাল) এর সাথে রয়েছে ১০০ ফুট সড়ক।

ইস্ট ওয়েস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিমিটেড
(বসুন্ধরা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)

BASHUNDHARA GROUP
For the People, for the Country

বিস্তারিত জানতে: ০১৭৩০০১৮৪৫৮, ০১৭৩০০১৮৫৪৭, ০১৭০৪১৬০৬২২, ০১৭০৪১৬০৬২১

কর্পোরেট অফিস: প্লট ১২৫/এ, ব্লক-এ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২২৯, ফোন: ০১৭৩০০১৮৪২৯, ০১৭৩০০১৮৪৫৯, ০১৭০৪১৬০৬০৬
বনানী অফিস: সুবাস্তু জাহানারা স্কয়ার, প্লট-৩৯ (৪র্থ তলা), রোড-১১, ব্লক-এইচ, বনানী, ঢাকা- ১২১৩। ফোন: ০১৭৩০০১৮৫৪৩, ০১৭৩০০১৮৪৭৮, ৫৫০৪২৭৬০, ৫৫০৪২৭৬১
রিভারভিউ সাইট অফিস: প্লট #১২৮৬, ব্লক-এ, বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্প, হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা -১৩১১, ফোন: ০১৭৩০০১৮৪১২, ০১৭৩০০১৮৪১৪
ewpd@bgc-bd.com www.bashundharahousing.com /bashundharahousingbd

আয়োজনেঃ

এসোসিয়েশন অব এক্স স্টুডেন্টস
অব শাহীন কুর্মিটোলা